

১০২
জেনারেল ম্যান

Copy of the ED (Operation), DESCO
Received By: 113
Date: 05-10-2020

স্ববস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর (ডেসকো)
নির্বাহী পরিচালক (কর্ষ ও হিসাব)
নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন)
নির্বাহী পরিচালক (সংগ্রহ)
নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন)
নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল)
প্রধান প্রকৌশলী.....
স্টাফ অফিসার টু এমডি
নম্বর: 3198
তারিখ: 05.10.2020
মোঃ কাওসার আমিন আলী স্ববস্থাপনা পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
(কোম্পানি অ্যাকাউন্ট-১ অধিশাখা)
www.powerdivision.gov.bd

স্মারক নং-২৭.০০.০০০০.০৮৮.৯৯.০৪৪.১৯.৩৩৮

তারিখ: ২০ আশ্বিন ১৪২৭
০৫ অক্টোবর ২০২০

বিষয়: ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) লি: ও ঢাকাসহ দেশের ৬টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার বিরুদ্ধে গ্রাহকদের নিকট হতে অবৈধভাবে বেশী বিদ্যুৎ বিল নেয়ার অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন।

সূত্র: দুর্নীতি দমন কমিশনের স্মারক নং-০০.০২.০০০০.৫০৩.২৬.২৬৮.২০-১৯৬৯৮ তারিখ: ২০/০৯/২০২০

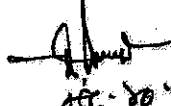
উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) লি:, ঢাকাসহ দেশের ০৬ (ছয়)টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার (বিপিডিসি, বাপবিবো, ডিপিডিসি লি:, ডেসকো লি:, মেসকো লি: এবং ওজোপাড়িকো লি:) বিরুদ্ধে উক্ত কোম্পানিসমূহের প্রথাগত লোকসান (সিস্টেম লস) কমিয়ে দেখানো ও বাড়তি রাজস্ব দেখিয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে পারফরম্যান্স বোনাস দেয়ার নিমিত্ত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)-এর অনুমোদন ব্যতিরেকে গ্রাহকদের নিকট হতে অবৈধভাবে বেশী বিদ্যুৎ বিল নেয়ার অভিযোগের বিষয়ে (কপি সংযুক্ত) নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো:

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	কমিটিতে অবস্থান
০১	জনাব এ. কে. এম. হুমায়ুন কবীর অতিরিক্ত সচিব (বিধি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি), বিদ্যুৎ বিভাগ।	আহ্বায়ক
০২	পাওয়ারসেলের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
০৩	জনাব মোঃ আহসানুর রহমান হাসিব উপসচিব (বাজেট), বিদ্যুৎ বিভাগ।	সদস্য-সচিব

০২। এমতাবস্থায়, গঠিত তদন্ত কমিটিকে উপরিউক্ত বিষয়ে আগামী ১২ (বার) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তপূর্বক একটি প্রতিবেদন অত্র বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৩। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানিসমূহকে উল্লিখিত বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে গঠিত তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক মহোদয়ের নিকট প্রদানপূর্বক-এর অনুলিপি বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ১০ (দশ) ফর্দ।


০৫-১০-২০২০
(এইচ. এম. নূরুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০২৪৮
✉ c.affairs-1@pd.gov.bd

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ০১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
- ০২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।
- ০৩। জনাব এ. কে. এম. হুমায়ুন কবীর, অতিরিক্ত সচিব (বিধি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি), বিদ্যুৎ বিভাগ।

০৪। মহাপরিচালক, পাওয়ারসেল

(একজন প্রতিনিধি মনোনয়নপূর্বক কমিটির আহ্বায়ক মহোদয়ের নিকট প্রেরণের অনুরোধসহ)।

০৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিপিডিসি লি:/ডেসকো লি:/ওজোপাড়িকো লি:/নেসকো লি:।

০৬। জনাব মোঃ আহসানুর রহমান হাসিব, উপসচিব (বাজেট), বিদ্যুৎ বিভাগ।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

{দৃ: আ: জনাব এ কে এম সোহেল, মহাপরিচালক ও আহ্বায়ক (যাচাই বাছাই কমিটি), দুর্নীতি দমন কমিশন}

০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

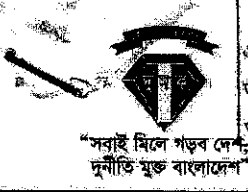
০৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগ

{অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য}।

০৪। যুগ্মসচিব (কো: অ্যা:) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগ

{যুগ্মসচিব (কো: অ্যা:) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য}।





বিদ্যুৎ বিভাগ
প্রথাগত ও প্রেরণ শাস্ত্রনীতি দমন কমিশন
 জাতীয় নং: ১১/০৮/২০২০
 তারিখ: ২১/০২/২০২০
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।



“সবাই মিলে গড়ব দেশ,
 দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ”

১০/১১/২০১৯
 ২১-০২-২০২০

স্মারক নং ০০.০১.০০০০.৫০৩.২৬.২৬৮.২০

তারিখ: ২০/২/২০২০

বিষয়: সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি: (ডিপিডিসি), ঢাকাসহ দেশের ৬টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার বিরুদ্ধে উক্ত কোম্পানী সমূহের প্রথাগত লোকসান (সিস্টেম লস) কমিয়ে দেখানো ও বাড়তি রাজস্ব দেখিয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে পারফরম্যান্স বোনাস দেয়ার নিষিদ্ধ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) এর অনুমোদন ব্যতিরেকে গ্রাহকদের নিকট হতে অবৈধভাবে বেশী বিদ্যুৎ বিল নেয়ার অভিযোগ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ১২/০৮/২০২০ তারিখে “দৈনিক প্রথম আলো” পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগটির বিষয়ে সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর নিকট হতে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন চাওয়ার জন্য কমিশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিযোগের ছায়াংশে নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণের বিষয়ে

সংযুক্তি: পত্রিকার ক্লিপিং এর ছায়াংশ ০৫ পাতা।



এ কে এম সোহেল
 মহাপরিচালক

সচিব
 বিদ্যুৎ বিভাগ
 বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
 বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সচিবের দপ্তর (বিদ্যুৎ বিভাগ)	
অতিরিক্ত সচিব (পরিচালনা)	প্রশাসনিক (যাচাই বাছাই কমিটি)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	নথিতে উপস্থাপনা স্থান
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	উপস্থাপিত প্রতিবেদন স্থান
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়)	পরীক্ষণের ব্যয়মত উপস্থাপনা স্থান
অতিরিক্ত সচিব (বিধি ও ন.জা.)	স্বাক্ষরস্থান
যুগ্ম-সচিব (বাণিজ্য)	
যুগ্ম-সচিব (স্বত্ব)	
সি. এন	
নম্বর: ২৪৫৭	
তারিখ: ২১/০২/২০	

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর দপ্তর বিদ্যুৎ বিভাগ	
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)	
যুগ্ম-সচিব (কো. অ্যা.)	
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২)	
উপসচিব (প্রশাসন-১)	
উপসচিব (কো. অ্যা.-১/২)	
সি. সহ সচিব (প্রশাসন/প্রশাসন-৩)	
প্রশাসনিক/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	
নম্বর: ২৪৫৭	
তারিখ: ২১/০২/২০	

যুগ্মসচিব কোম্পানি আবেদন প্রাপ্তি মাসের নম্বর	
সি. সহ সচিব	কো. অ্যা.- ১
সচিব/উপসচিব	কো. অ্যা.- ২
নম্বর: ১৭৭	মাস:
তারিখ: ২৪.০২.২০	

প্রথম আলো

বাড়তি বিল করার নির্দেশ দিয়ে আইন ভেঙেছেন কর্মকর্তারা

এম শামসুল আলম, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ

১১ আগস্ট ২০২০, ১৩:০৬

আপডেট: ১১ আগস্ট ২০২০, ১৩:০৯



এম শামসুল আলম

গ্রাহকের কাছ থেকে বিদ্যুতের মূল্য বাবদ কত টাকা কোন খাতে এবং কীভাবে নিতে হবে, তা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) উন্মুক্ত গণশুনানির মাধ্যমে ঠিক করে দেয়। এর বাইরে গ্রাহকের কাছ থেকে বাড়তি এক টাকাও নেওয়া বেআইনি এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিভিন্ন সময় ভোক্তারা অভিযোগ করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে বিদ্যুতের বিল বেশি নেওয়া হচ্ছে। আর এবার এই অভিযোগ এত ব্যাপক আকারে এসেছে যে তা পাশ কাটানো সহজ ছিল না।

আগে গ্রাহকের বিদ্যুতের বিল হয়তো অর্থবছরের শেষ তিন-চার মাসে দুই শ থেকে তিন শ টাকা বেশি আসত। কিন্তু এবার বিদ্যুতের বিল এত বেশি এসেছে যে তা রীতিমতো আঁতকে ওঠার মতো। কোনো

করোনার কারণে মিটার রিডাররা গ্রাহকের বাড়িতে যেতে পারেননি। যে কারণে গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত তিন মাসের বিদ্যুতের বিলের গড় হিসাব করে এ বছরের ওই তিন মাসের বিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি)। কিন্তু কাজটি না করে তারা বেআইনিভাবে বাড়তি বিল করার নির্দেশ দেয়। এমনকি কোন এলাকায় কত শতাংশ বাড়তি বিল হবে, সেটিও ঠিক করে দেয়। এভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে জনগণের পকেট থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার নজির নেই। এটি শুধু বেআইনি নয়, ভয়াবহ অন্যায়ও।

বিজ্ঞাপন

বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলোর এই দস্যুবৃত্তি থেকে জনগণকে রক্ষা করার কথা ছিল বিইআরসির। ভুতুড়ে বিল যাঁরা করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কী ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা জানতে চেয়ে ডিপিডিসিসহ অন্য বিতরণ কোম্পানিকে চিঠি দিয়েছিল বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী এই সংস্থা। এখন পর্যন্ত ডিপিডিসির চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ (এমডি) কেউই এই চিঠির জবাব দেননি। বিইআরসি আইন অনুযায়ী, অভিযোগের জবাব না দেওয়ার শাস্তি তিন বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড।

অভিযুক্তদের সাজার মুখোমুখি করতে বিইআরসি কেন ব্যর্থ হলো বা তারা কেন কঠোর হলো না—এটি বুঝতে গেলে বুঝতে হবে বিইআরসির চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ কীভাবে হয় তা দিয়ে।

বিইআরসির চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগের নাম প্রস্তাব করা হয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে। সে অর্থে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগে সচিবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। আর সচিব নিজেই ডিপিডিসির চেয়ারম্যান। যে কারণে কারও বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেনি বিইআরসি।

একদিকে যেমন ভুতুড়ে বিলের মাধ্যমে গণলুণ্ঠন হয়েছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রের আইন ভেঙেছেন প্রজাতন্ত্রের শীর্ষ কর্মকর্তারা। ফলে তাঁরা ওই পদে থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন।

বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলোর ওপর একধরনের নিয়ন্ত্রণ রাখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগ। বিতরণ কোম্পানিগুলোর প্রধান নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন বিদ্যুৎ-সচিব। একদিকে নিয়োগে ভূমিকা রাখা আবার সেই কোম্পানির চেয়ারম্যান হওয়ায় বিদ্যুৎ-সচিব স্বার্থসংঘাতে জড়িয়ে পড়েছেন। ভুতুড়ে বিলের নামে মানুষের পকেট থেকে শত শত কোটি টাকা লুট করে নেওয়া হলেও কোনো একটা বিতরণ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি ঠিক এ কারণে।

দেশের চারটি বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানির চেয়ারম্যানই বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা। এটি অশনিসংকেত। এসব কোম্পানি গঠন করা হয়েছিল যাতে এগুলো বাণিজ্যিক কোম্পানি হিসেবে কাজ করতে পারে। কিন্তু বাণিজ্যিক কোম্পানির শীর্ষ পদে ও বোর্ডে বসানো হয়েছে সরকারি কর্মকর্তাদের। তাঁরা জনগণ ও রাষ্ট্রের স্বার্থ না দেখে কতিপয় মানুষের স্বার্থ দেখছেন। শিগগিরই কোম্পানিগুলোর চেয়ারম্যান পদ থেকে সরকারি কর্মকর্তাদের সরিয়ে দিতে হবে। আর মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা হওয়া উচিত নজরদারির।

সেই কাজটি হচ্ছে না অসংগত সংস্কারের কারণে।

বাড়তি বিল করার নির্দেশ দিয়ে আইন ভেঙেছেন কর্মকর্তারা

এক মাসে সময় করা যেতে পারে।

এম শামসুল আলম : বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ এবং কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের
(ক্যাব) জ্বালানি উপদেষ্টা

আরও পড়ুন :

বিদ্যুতের ভুলভায়ে বিল করার নির্দেশ কার, তদন্ত হবে

© স্বত্ব প্রথম আলো ১৯৯৮ - ২০২০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান

প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫

ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১ ইমেইল : info@prothomalo.com

কর্তাদের হুকুমে ভুতুড়ে বিল, শাস্তি কর্মীদের

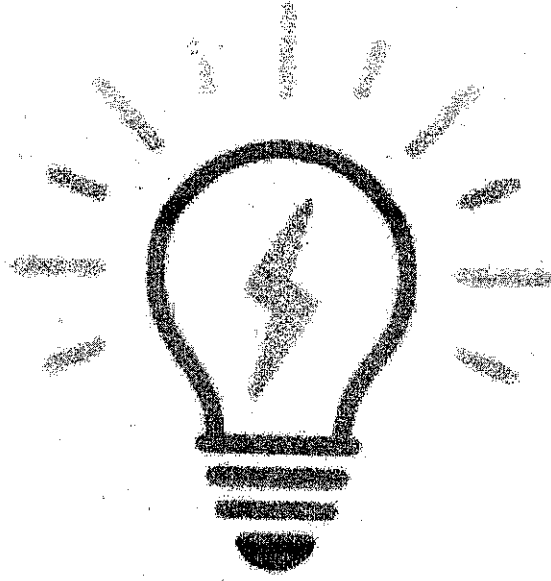
প্রথম প্রাণো

কর্তাদের হুকুমে ভুতুড়ে বিল, শাস্তি কর্মীদের

মো. আরিফুজ্জামান, ঢাকা

১০ আগস্ট ২০২০, ১২ :৩৬

আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২০, ১২ :৪১



প্রতীকী ছবি

ভুল করে নয়, পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়েই বিদ্যুতের ভুতুড়ে বিল করেছিল ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)। এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল বাড়তি রাজস্ব দেখিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পারফরম্যান্স বোনাস নেওয়া। একই সঙ্গে প্রথাগত লোকসান (সিস্টেম লস) কমিয়ে দেখানোর জন্য ভুতুড়ে বিল করা হয়েছিল।

প্রথম আলোর অনুসন্ধান দেখা যায়, ডিপিডিসি তাদের ৩৬টি কার্যালয়ে চিঠি দিয়ে বেশি বিল করার নির্দেশ দিয়েছিল। ওই নির্দেশে এলাকাভেদে ১০ থেকে ৬১ শতাংশ বেশি বিল করতে বলা হয়। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে বেশি বিল করার দায় এবং এই অপরাধের শাস্তি কোম্পানির কর্মকর্তা-

শুধু ডিপিডিসি নয়, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) অধীনে ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডসহ (ওজোপাডিকো) দেশের ছয়টি বিতরণ সংস্থার গ্রাহকেরা করোনাকালে ভুতুড়ে বিলের খপ্পরে পড়েছিলেন। এর মধ্যে ওজোপাডিকোর বিতরণকৃত ২১টি জেলার মধ্যে তিনটি জেলায় ১৬০ শতাংশের বেশি বাড়তি বিল নেওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞাপন

ডিপিডিসি ছাড়া বাকি বিতরণ সংস্থাগুলো তাদের কর্মকর্তাদের চিঠি দিয়ে বাড়তি বিদ্যুতের বিল করার নির্দেশ দিয়েছিল কি না, সেই তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে গ্রাহকদের অস্বাভাবিক বিল পাওয়ার

বিদ্যুৎ বিভাগের দাবি, ছয়টি বিতরণ সংস্থার মোট ৬৫ হাজার গ্রাহককে বাড়তি বিল দেওয়া হয়েছিল, যা পরে সমন্বয় করা হয়। কিন্তু বিতরণ সংস্থাগুলোর নথিপত্র বলছে, এ সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি। উল্লেখ্য,

দেশে বর্তমানে বিদ্যুতের গ্রাহকসংখ্যা ৩ কোটি ৭৪ লাখ, এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংস্থা আরইবি। ডিপিডিসি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বৃহৎ কোম্পানি হলেও মূলত ঢাকার দক্ষিণ ও নারায়ণগঞ্জে বিদ্যুৎ বিতরণ করে থাকে।

পাওয়ার সেলের সাবেক মহাপরিচালক বিডি রহমত উল্লাহ গতকাল রাতে প্রথম আলোকে বলেন, করোনার কারণে বিদ্যুতের ব্যবহার কমে গেছে এটি বিদ্যুৎ বিভাগেরই দাবি। ফলে ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল বিদ্যুতের বিল কম হওয়ার কথা। কিন্তু হয়েছে অনেক বেশি। আসলে সিদ্ধান্ত নিয়েই দেশের ছয়টি বিতরণ সংস্থা ভুতুড়ে বিল করেছে। এই অনৈতিক কাজটি যারা করল তাদের বিচার হচ্ছে না।

সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের, দায় কর্মীদের!

প্রথম আলোর অনুসন্ধান জানা যায়, ডিপিডিসির তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) শাখা থেকে সংস্থাটি ৩৬টি স্থানীয় কার্যালয়ে (এনওসি) চিঠি দিয়ে ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল মাসের বিল বেশি করতে নির্দেশনা দিয়েছিল। এই বাড়তি বিল ৩৬টি কার্যালয়ে কী পরিমাণ বেশি করতে হবে, তা-ও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। ২০১৯ সালের তিন মাসের বিলের সঙ্গে তুলনা করে এ বছরের তিন মাসে ১০ থেকে সর্বোচ্চ ৬১ শতাংশ বিল বেশি করতে বলা হয়।

যোগাযোগ করা হলে ডিপিডিসির দুজন ব্যবস্থাপক নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রথম আলোকে বলেন, রাজধানী ঢাকার মধ্যে সর্বোচ্চ বিল করার নির্দেশনা ছিল মুগদাতে ৬১ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ, বাসাবোতে ৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ, বনশ্রীতে ৫৬ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ, মগবাজারে ৫০ দশমিক ৪৪ শতাংশ, আজিমপুরে ৪৬ দশমিক ৫৭ শতাংশ ও রাজারবাগে ৪৭ দশমিক ৭১ শতাংশ। এ ছাড়া নারায়ণগঞ্জ ১৩টি কার্যালয়ের অধীনে থাকা গ্রাহকদের মধ্যে সিদ্ধিরগঞ্জে ৩০ শতাংশ ও নারায়ণগঞ্জ পশ্চিমে ২৫ শতাংশ বিল বেশি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এদিকে বাড়তি বিলের বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। খোদ বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদসহ বিদ্যুৎ বিভাগের বড় বড় কর্মকর্তার বাসা ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানেও বিদ্যুতের 'ভুতুড়ে বিল' পাঠানো হয়। বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিষ্ঠান পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসেন, বিদ্যুৎ বিভাগের যুগ্ম সচিব পর্যায়ের চারজন কর্মকর্তাসহ সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বাসাবাড়িতেও ভুতুড়ে বিল দেওয়া হয়।

রক্ষা হন। এ ছাড়া ৩৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রত্যেক নির্বাহী প্রকৌশলীকে ১০ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে লোটিশ দেওয়া হয়। বদলি করা হয় দুই প্রধান প্রকৌশলীকে। অথচ এসব কর্মকর্তাকে বাড়তি বিল করার নির্দেশনা দিয়েছে খোদ ডিপিডিসি কর্তৃপক্ষ।

সবচেয়ে বেশি বিল বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয় মুগদাতে ৬১.০৭ শতাংশ
বাসারোতে ৬০.৮৩ শতাংশ
বনশ্রীতে ৫৬.০৪ শতাংশ

ডিপিডিসির চেয়ারম্যান হলেন বিদ্যুৎসচিব সুলতান আহমেদ। বাড়তি বিল আদায়ের নির্দেশ দেওয়ার বিষয়ে জানতে চেয়ে ৮ আগস্ট সুলতান মাহমুদের সঙ্গে কয়েক দফা যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। মুঠোফোনে খুদে বার্তা পাঠানো হয়। তিনি এর জবাব দেননি।

পরিকল্পনা করে চিঠি দিয়ে বিদ্যুতের বিল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে জানতে চাইলে ডিপিডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকাশ দেওয়ান চাকমা ৮ আগস্ট মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, 'ডিপিডিসি এমন কোনো চিঠি দেয়নি। বেশি বিল করার কোনো নির্দেশনা আমরা দিইনি।' প্রথম আলোর কাছে এ-সংক্রান্ত তথ্যপ্রমাণ থাকার কথা জানালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তা দেখতে চান। এরপর তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে এসব প্রমাণ পাঠানো হয়। তিনি সেগুলো দেখলেও এরপর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

ডিপিডিসির একাধিক কর্মকর্তা জানান, সংস্থাটির ৩৬ জন নির্বাহী প্রকৌশলী সবাই কারণ দর্শানোর জবাব দিয়েছেন। এতে তাঁরা লিখেছেন, প্রতিষ্ঠানের আইসিটি দপ্তর থেকে ফেব্রুয়ারি-মার্চ-এপ্রিল এই তিন মাসের বিদ্যুতের বিল গত বছরের তুলনায় কত বেশি করতে হবে, তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। সে অনুযায়ী আইসিটি বিভাগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিল তৈরি করে। এরপর আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো শুধু সেই বিল প্রিন্ট দিয়ে গ্রাহকের বাসাবাড়িতে পৌঁছে দেয়।

ভুতুড়ে বিল কি এবারই প্রথম?

ডিপিডিসি ও ডেসকোর চার কর্মকর্তা ^{??} প্রথম আলোকে বলেছেন, প্রতিবছরই বিদ্যুতের বাড়তি বিল করে গ্রাহকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। এগুলো হলো সিস্টেম লস কমিয়ে দেখানো। কোম্পানিগুলো যে সিস্টেম লস দেখায়, প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে সিস্টেম লস বেশি। তা ছাড়া যে কোম্পানি যত বেশি বিদ্যুতের বিক্রি (সেলস) বেশি দেখাবে, সে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তত বেশি বোনাস পাবেন। অর্থবছরের (১ জুলাই থেকে ৩০ জুন) শেষ চার-পাঁচ মাসে সাধারণত গ্রাহকের বিদ্যুতের বিল বেশি করা হয়। এবার ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল—এই তিন মাসে

*
DEG

কর্তাদের জন্য এবং বাড়তি বোনাস পেতে তারা গ্রাহকের ওপর আত্মরক্ত বিল চাপায়, এবার সেটিই প্রমাণিত হয়ে গেল।

কোম্পানিগুলোর নেতৃত্বের কার্য

ডিপিডিসির পরিচালনা পর্ষদে ১১ জন সদস্য রয়েছেন। এর মধ্যে পাঁচজনই হলেন সরকারি কর্মকর্তা। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদটি হলো ডিপিডিসির সভাপতি এবং এই দায়িত্বে রয়েছেন বিদ্যুৎসচিব সুলতান আহমেদ। একই সঙ্গে বিদ্যুৎসচিব ডিপিডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিয়োগকর্তাও। ফলে এ ধরনের কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে সভাপতি বা চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার সুযোগ থাকে না ডিপিডিসির কর্মকর্তাদের।

একইভাবে ডেসকোর চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মাকসুদা খাতুন, গুজোপাডিকোর চেয়ারম্যান পদে বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রহমত উল্লাহ মো. দস্তগীর ও নেসকোর চেয়ারম্যান বিদ্যুৎ বিভাগের আরেক অতিরিক্ত সচিব এ কে এম হুমায়ুন কবীর। এ ছাড়া এসব কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে বিদ্যুৎ বিভাগের আমলাদের একক প্রাধান্য রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিদ্যুৎ বিভাগের মালিকানাধীন বিতরণ কোম্পানিগুলো করা হয়েছিল বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা করার জন্য। এখানে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিল অনুশাসন ও নজরদারি করার জন্য। সে জন্য কোম্পানিগুলো বাণিজ্যিক পেশাদার ব্যক্তিদের দিয়ে পরিচালনা করার কথা ছিল। সেটি না করে নজরদারির দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরাই হয়ে উঠছেন কোম্পানির হর্তাকর্তা। ফলে এখানে স্বার্থের সংঘাত তৈরি হচ্ছে, মন্ত্রণালয় তার কার্যকর ভূমিকা না রেখে কোম্পানির স্বার্থই দেখছে।

জানতে চাইলে অধ্যাপক এম শামসুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, ডিপিডিসির চেয়ারম্যান বিদ্যুৎসচিব। এখন ডিপিডিসি সিদ্ধান্ত নিয়ে গ্রাহকদের বাড়তি বিদ্যুৎ বিল দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এ ধরনের নির্দেশনা শুধু প্রতারণা নয়, বড় ধরনের শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এটির বিচার যিনি করবেন, সেই বিদ্যুৎসচিব নিজেই ডিপিডিসির চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, এভাবে প্রতিটি কোম্পানিতে বিদ্যুৎ বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তারা বসে আছেন। কোম্পানিগুলোর বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তারা ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো এসব অপরাধ জায়েজ করছেন। ফলে বিচার চাওয়ার জায়গা অবশিষ্ট থাকছে না।

Office of the ED (Operation), DESCO
Received No. 890
Received By: [Signature]
Date: 19-08-2020

(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত হবে)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
সমন্বয়-২ অধিশাখা
ভবন নং-০৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.powerdivision.gov.bd



নম্বর: ২৭.০০.০০০০.০৫২.৯৯.০০২.২০.২৫২

তারিখ: ১৩ শ্রাবণ ১৪২৭

২৮ জুলাই ২০২০

সংশোধিত অফিস আদেশ

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ কর্তৃক পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুতের বিল করা সংক্রান্ত বিষয়ে একান্তর টেলিভিশনে গত ২৫, ২৬ ও ২৭ জুলাই ২০২০ তারিখে সংবাদ/প্রতিবেদন প্রচারিত হয় এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় অভিযোগ ও গ্রাহক হযরানির সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এতে বিদ্যুৎ গ্রাহকগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ ও গ্রাহক হযরানি নিরসনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা হলো:

- ক) অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), বিদ্যুৎ বিভাগ – আহ্বায়ক
খ) মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল – সদস্য
গ) যুগ্মসচিব (সমন্বয়-১ অধিশাখা), বিদ্যুৎ বিভাগ – সদস্য

০২। কমিটির কার্য-পরিধিঃ

- ক) ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বিদ্যুৎ বিল সম্পর্কিত প্রকাশিত সংবাদসমূহের তথ্যাবলী যাচাই-বাছাইপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্তকরণ;
খ) বিদ্যুৎ বিল সম্পর্কিত অভিযোগসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক অসামঞ্জস্যতা দূরত্ব নিরসনের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন;
গ) অভিযোগের সাথে জড়িতদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিহ্নিতকরণ;
ঘ) কমিটিকে আগামী ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

০৩। উল্লেখ্য যে, যুগ্মসচিব (সমন্বয়-১ অধিশাখা), বিদ্যুৎ বিভাগ সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

০৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ অফিস আদেশ জারি করা হলো।

AS
[Signature]
27-07-20

Office Of The MD DESCC
Received No. 2536
Date: 12/8/20

ED (Admin)	ED (Engg)	ED (Proc)
ED (F & A)	ED (Opn)	[Signature]

১৮-৮-২০২০

আইরিন পারভীন

উপসচিব

ফোন: ০২-৪৭১২০০৮

ইমেইল: coord-2@pd.gov.bd

নম্বর: ২৭.০০.০০০০.০৫২.৯৯.০০২.২০.২৫২/১(১৩)

তারিখ: ১৩ শ্রাবণ ১৪২৭

২৮ জুলাই ২০২০

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১) অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), বিদ্যুৎ বিভাগ
- ২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
- ৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
- ৪) মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল
- ৫) যুগ্মসচিব (সমন্বয়-১ অধিশাখা), বিদ্যুৎ বিভাগ
- ৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিউসি)
- ৭) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ৮) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো)
- ৯) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সার্ভিস কোম্পানি (নেসকো)
- ১০) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
- ১১) সচিব এর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

- ১২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগ (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৩) অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগ (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।



১৮-৮-২০২০

আইয়িন পারভীন

উপসচিব



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড
নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) এর দপ্তর
২২/বি কবি ফররুখ সরণি, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯
www.desco.org.bd

স্মারক নম্বর: ২৭.২৪.০০০০.০০৫.৩৩.০০৯.২০.৪০

তারিখ: ৭ শ্রাবণ ১৪২৭

২২ জুলাই ২০২০

বিষয়: সম্মানিত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিভিন্ন অভিযোগ যাচাই-বাছাই অর্ন্তে সমাধান ও সমাধানান্তে অভিযোগকারীদেরকে অবহিত করণসহ অভিযোগপ্রাপ্তির উৎসে তার অনুলিপি প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কখনও কখনও সম্মানিত গ্রাহকগণ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর Facebook account ও তাঁর দপ্তর, বিদ্যুৎ বিভাগের মাননীয় সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগের কেন্দ্রীয় অভিযোগ কেন্দ্র, info@desco.org.bd, mddesco@desco.org.bd ইত্যাদি Facebook account বা e-mail এর মাধ্যমে বিভিন্ন অভিযোগ করে থাকেন। বিশেষ করে বর্তমানে নভেল করোনা ভাইরাস (Covid-19) পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এসব অভিযোগসমূহ পরীক্ষা করে দ্রুত সমাধান এবং সমাধানান্তে অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগকারীদেরকে অবহিত করার পাশাপাশি তার অনুলিপি অভিযোগপ্রাপ্তির উৎসে প্রেরণ করতে হবে। এ কে এম মহিউদ্দিন, প্রধান প্রকৌশলী, এসএসডি অপারেশন (জান) সার্বিক বিষয়টি মনিটর করবেন।

২২-৭-২০২০

নূর মহম্মদ

নির্বাহী পরিচালক

এসএসডি অপারেশন

স্মারক নম্বর: ২৭.২৪.০০০০.০০৫.৩৩.০০৯.২০.৪০/১(২)

তারিখ: ৭ শ্রাবণ ১৪২৭

২২ জুলাই ২০২০

সদ্য অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ২) স্টাফ অফিসার, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)

২২-৭-২০২০

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

স্টাফ অফিসার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
সমস্বয় অধিশাখা -৩



জুন ২০২০ মাসে আবাসিক গ্রাহকদের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের অভিযোগ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি ড. সুলতান আহমেদ
সচিব
সভার তারিখ ২০/০৭/২০২০
সভার সময় বিকেল ০৩:০০ ঘটিকা
স্থান ...
উপস্থিতি Zoom-এ সংযুক্ত

সভাপতি Zoom-এ সংযুক্ত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, জুন ২০২০ মাসের আবাসিক গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিলে অতিরিক্ত রিডিং এর বিল করা হচ্ছে মর্মে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে তিনি সকল বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানি প্রধানদের মতামত প্রদানের অনুরোধ জানান।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিপিডিসি সভাকে অবহিত করেন যে, জুন ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল শতভাগ মিটার রিডিং দেখে করা হয়েছে। তাছাড়া, পূর্ববর্তী মাসসমূহের বকেয়া গ্রাহকদের সঙ্গে আলাপ করে তাঁদের সন্তুষ্টির বিষয়টি লক্ষ্য রেখে চলতি বিলের সহিত অল্প অল্প করে যুক্ত করে বিল করা হচ্ছে। তবে জুন/২০২০ মাসে অতিরিক্ত বিল করা হয় মর্মে কোন গ্রাহকের নিকট থেকে অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেসকো সভাকে অবহিত করেন যে, মে ও জুন ২০২০ মাসে শতভাগ বিল মিটার রিডিং পরীক্ষা করে করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে বিল Adjust করা হয়েছে। যে সকল গ্রাহকদের বিল বেশি ছিল তা পরীক্ষা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, পুলশান ও বনানী এলাকার যে সকল গ্রাহকদের বেশি বিল এসেছে তাদের পত্র দিয়ে বিষয়টি অবগত করা হয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে উক্ত গ্রাহকগণ সন্তুষ্ট হয়েছেন।

চেয়ারম্যান, বিউবো ও বাপবিবো সভাকে অবহিত করেন যে, মে ও জুন ২০২০ মাসে শতভাগ মিটার রিডিং অনুযায়ী বিল করা হয়েছে। বর্তমানে অতিরিক্ত বিল সংক্রান্ত কোন অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে না।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নেসকো ও ওজোপাডিকো সভাকে অবহিত করেন যে, তাদের অধিক্ষেত্রভূক্ত এলাকায় অতিরিক্ত বিল সংক্রান্ত বর্তমানে কোন অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছেনা।

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ) সভাকে অবহিত করেন যে, নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা শহরের কিছু গ্রাহকের নিকট থেকে জুন ২০২০ মাসে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল করা হয়েছে মর্মে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নের সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

- ১। মিটার রিডিং দেখে সঠিকভাবে বিল করতে হবে।
- ২। অতিরিক্ত বিল সংক্রান্ত কোন গ্রাহক থেকে অভিযোগ পাওয়া গেলে বিষয়টি পরীক্ষা করে গ্রাহকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে গ্রাহকের সন্তুষ্টি নিশ্চিতপূর্বক তা সমাধান করতে হবে।
- ৩। সাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রেখে তাঁর দপ্তরে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত অভিযোগ পরীক্ষা করে দ্রুত সমাধান করতে হবে।
- ৪। ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে কিংবা টকশোতে এ বিষয়ে কোন আলোচনা হলে বিষয়টি পরীক্ষা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. সুলতান আহমেদ
সচিব

স্মারক নম্বর: ২৭.০০.০০০০.০৫৩.০৬.০০১.২০.১০৮

তারিখ: ৬ শ্রাবণ ১৪২৭

২১ জুলাই ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
সমন্বয়-২ অধিশাখা
ভবন নং-০৬, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.powerdivision.gov.bd



স্মারক নম্বর: ২৭.০০.০০০০.০৫২.৯৯.০০২.২০.২৪২

তারিখ: ৭ শ্রাবণ ১৪২৭

২২ জুলাই ২০২০

বিষয়: বিদ্যুৎ বিলের অসামঞ্জস্যতা এবং বিভিন্ন অভিযোগ নিরসনের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নকরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: ২৭.০০.০০০০.০৪১.৩১.০০১.১৯-০৮, তারিখঃ ০৯/০৭/২০২০ খ্রি. বিদ্যুৎ বিভাগ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের পরিশ্রুতিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ বিলের অসামঞ্জস্যতা এবং বিভিন্ন অভিযোগ নিরসনের লক্ষ্যে গত ২৯/০৬/২০২০ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ ও সংস্থাকোম্পানিসমূহের প্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত তদারকি কমিটির প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ প্রদান করা হয়েছেঃ

- বিতরণকারী সংস্থাকোম্পানিসমূহ গ্রাহকদের অসংগতিপূর্ণ বিদ্যুৎ বিল প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিহ্নিত করে প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিসূচক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কোনক্রমেই যেন নিরপরাধ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত না হন;
- সংস্থাকোম্পানির আইসিটি দপ্তরকে আরো দক্ষ ও কর্মক্ষম করতে হবে। সফটওয়্যার বেইজ বিল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে একটি সর্বোচ্চ সিলিং বা সার্কিট ব্রেকার থাকা প্রয়োজন যাতে উক্ত সিলিংয়ের অতিরিক্ত বিল ইস্যুর পূর্বে যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়;
- গ্রাহকগণের অভিযোগের বাহিরেও অসংগতিপূর্ণ/অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলসমূহ চিহ্নিত করে জরুরি তিথিতে সেগুলোর সমাধান করা যেতে পারে;
- ভবিষ্যতে সঠিকভাবে মিটার রিডিং গ্রহণ করে বিল প্রস্তুত করা নিশ্চিত করতে হবে। সে লক্ষ্যে সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক থেকে নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে দৈনন্দিনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বিদ্যুৎ বিল পরীক্ষা করা যেতে পারে;
- মিটার রিটারদের বিকল্প হিসেবে “আমার বিল আমি দেব” কর্মসূচির আওতায় (পেরিশিট-৩) গ্রাহকগণ নিজের মিটার নিজে দেখে প্রকৃত রিডিংয়ের ম্যাপসর্ট সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করতে পারে। এ পদ্ধতিতে বিলিংয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান এ্যাপসসমূহ কাস্টমাইজ করা যেতে পারে;
- অতিরিক্ত বিল তথা ভুলভে বিলের অপবাদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে মিটার রিডিং আরো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে;
- দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের অংশ হিসেবে যতদূর সম্ভব সকল গ্রাহকের জন্য Smart Pre-paid মিটার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে;
- ডিপিডিসি'র ব্যবহৃত Exception Check সিস্টেম অন্যান্য সংস্থাগুলো replicate করতে পারে।

০২। বর্ণিতব্যবস্থায়, উল্লিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

Handwritten signature

২৩-৭-২০২০

আইরিন পারভীন

উপসচিব

ফোন: ০২-৪৭১২০৩০৮

ইমেইল: coord-2@pd.gov.bd

বিলসমূহ:

- ১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
- ২) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
- ৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো)
- ৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)
- ৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী (নেসকো)

স্মারক নম্বর: ২৭.০০.০০০০.০৫২.৯৯.০০২.২০.২৪২/১(৪)

তারিখ: ৭ শ্রাবণ ১৪২৭

২২ জুলাই ২০২০

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ১) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)
- ২) সচিব এর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৩) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগ (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৪) অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগ (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড
প্রধান প্রকৌশলী (এসএন্ড ডি অপারেশন, ইস্ট জোন) এর দপ্তর
১২/বি কবি ফররুখ সরণি, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯
www.desco.org.bd



জরুরি
সীমিত

স্মারক নম্বর: ২৭.২৪.০০০০.০১০.৩৩.০০২.২০.৬৭

তারিখ: ২৯ শ্রাবণ ১৪২৭

১৩ আগস্ট ২০২০

বিষয়: বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ ও গ্রাহক হয়রানি নিরসন সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

সূত্র: 27.00.0000.051.99.005.19.127, তারিখঃ 10 আগস্ট 2020 খ্রিষ্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিদ্যুৎ বিলের বিষয়ে বিভিন্ন অভিযোগ ও গ্রাহক হয়রানি সংক্রান্ত সংবাদ বিষয়ে 'ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদন অনুরোধ সংযুক্ত করে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

১৩-৮-২০২০

মোঃ কাওসার আমীর আলী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অতিরিক্ত সচিব
পরিচালনা অনুবিভাগ
বিদ্যুৎ বিভাগ

দৃষ্টি আকর্ষণঃ মুগ্ধসচিব ও কাউন্সিল অফিসার, সমন্বয় -১, বিদ্যুৎ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৭.২৪.০০০০.০১০.৩৩.০০২.২০.৬৭/১(২)

তারিখ: ২৯ শ্রাবণ ১৪২৭

১৩ আগস্ট ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) নির্বাহী পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ২) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী (এসএন্ড ডি অপারেশন, ইস্ট জোন) এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)

১৩-৮-২০২০

মোঃ জাকির হোসেন
প্রধান প্রকৌশলী

বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ ও গ্রাহক হয়রানি নিরসন সংক্রান্ত প্রতিবেদনঃ

ক) বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ ও গ্রাহক হয়রানি সংক্রান্তঃ

বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত বিদ্যুৎ বিল বিষয়ে অভিযোগ ও গ্রাহক হয়রানি সংক্রান্ত তথ্যাদি শিরোনামে ৩০টি বিদ্যুৎ বিল বিষয়ক অভিযোগ রয়েছে। ৩০টি অভিযোগের মধ্যে ডেসকো সংশ্লিষ্ট অভিযোগ ০৬ টি। নিচের সারণীতে ডেসকো সংশ্লিষ্ট গ্রাহক অভিযোগ ও এ বিষয়ে ডেসকো'র ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলোঃ

ক্রমিক নং শেখালাফের ক্র.নং.)	অভিযোগকারী র নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের বিবরণ	প্রকাশিত প্রতিকার নাম ও প্রকাশের তারিখ	ডেসকো'র ব্যাখ্যা
০১(০৯)	শামসুল হক শেওড়াপাড়া, ঢাকা	মে মাসের বিল এসেছিল ৫০৩ টাকা, জুন মাসে এই বিল এক লাফে ৯ হাজার ৩ শত টাকায় গিয়ে পৌঁছে।	আমাদের সময় ২৮ জুলাই ২০২০	প্রকাশিত সংবাদে উল্লিখিত গ্রাহক জনাব শামসুল হক এর কোন ঠিকানা উল্লেখ ছিলনা। গ্রাহক ডাটাবেজ যাচাই করে শেওড়াপাড়া এলাকায় শামসুল হক নামে ০১ জন গ্রাহক পাওয়া যায়। তাঁর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান যে, তিনি কোন অভিযোগ করেননি এবং বিল সংক্রান্ত তার কোন অভিযোগ নেই। Bill Information Statement(BIS) যাচাই করে তার সকল বিল পরিশোধিত পাওয়া যায়। পরবর্তীতে দৈনিক সমকালের রিপোর্টার জনাব হোসনাইন ইমতিয়াজ সাহেবের সাথে এ বিষয়ে টেলিফোনে প্রধান প্রকৌশলী(ওয়েস্ট জোন),ডেসকো কর্তৃক যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, শেওড়াপাড়া এলাকায় উল্লেখিত গ্রাহকের বর্তমানে কোন অভিযোগ নেই। গ্রাহকের ঠিকানা,হিসাব নাম্বার বা এ জাতীয় কোন তথ্য দিতে তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।
০২(১০)	কাওসার আহমেদ (ছদ্মনাম)	বিদ্যুৎ বিল বাবদ তার খরচ বৃদ্ধি দ্বিগুণ হয়ে গেছে বলে জানান। গত ফেব্রুয়ারিতে তার বাসার বিদ্যুৎ বিল ছিল ১ হাজার ২১৩ টাকা। জুনে সেটি হয়েছে ২ হাজার ৪৯১ টাকা।	ইত্তেফাক ২৬ জুলাই ২০২০	প্রকাশিত সংবাদে উল্লিখিত হৃদনামীয় গ্রাহকের কোন ঠিকানা উল্লেখ ছিলনা। পরবর্তীতে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার রিপোর্টার জনাব মাহাবুব রনির সাথে এ বিষয়ে টেলিফোনে জনাব মফিজুল ইসলাম টুইয়া (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(ওয়েস্ট জোন-১),ডেসকো) কর্তৃক যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান ল্যান্ড ফোনে গ্রাহকগণ বিদ্যুৎ বিলের বিষয়ে অভিযোগ জানান ফলে গ্রাহকের নাম ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর তাঁর কাছে সংরক্ষিত নেই, পরবর্তীতে কোন সময়ে গ্রাহকের নাম ঠিকানা পাওয়া গেলে তা ডেসকো'কে জানানো হবে।
০৩(১১)	আমজাদ হোসেন মিরপুর-১৩, ঢাকা	প্রতিমাসে বিল আসে ২০০ টাকা। মে মাসে এসেছে ৯ হাজার টাকার বেশি। জুন মাসে ৮ হাজার ৫ শত টাকা।	আমাদের নতুন সময় ২৯ জুন ২০২০	প্রকাশিত সংবাদে উল্লিখিত গ্রাহক জনাব আমজাদ হোসেন এর কোন ঠিকানা উল্লেখ ছিলনা। গ্রাহক ডাটাবেজ যাচাই করে মিরপুর-১৩ এলাকায় মোঃ আমজাদ হোসেন নামের ০২জন সম্মানিত গ্রাহক পাওয়া যায়, যাদের ০১জন প্রি-পেইডধারী

				<p>গ্রাহক এবং অপরজন পোস্ট-পেইড গ্রাহক। BIS যাচাই করে গ্রাহক দ্বয়ের সকল বিল পরিশোধিত পাওয়া যায়। উক্ত গ্রাহক দ্বয়ের তথ্যাদির সাথে পত্রিকায় প্রকাশিত উল্লিখিত আমজাদ হোসেন এর তথ্যাদির কোন মিল নেই। পরবর্তীতে “আমাদের নতুন সময়” পত্রিকার রিপোর্টার জনাব শরীফ শাওনের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান আমজাদ হোসেনের পূর্ণাঙ্গ টিকানা তার কাছে সংরক্ষিত না থাকায় তিনি তা সরবরাহ করতে পারছেন না। তবে তিনি জানান ডেসকোর্স’র মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ হয়েছে এবং ব্যাপারটি নিষ্পত্তি হয়েছে। ডেসকোর্স’র মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।</p>
০৪(১২)	<p>গ্রান্ড প্রোপার্টিজ, নিকেতন, ঢাকা মিটার নং- ৩৮৬৩৫,</p>	<p>গত এপ্রিল মাসে বিদ্যুৎ বিল আসে ১ হাজার ৪০৯ টাকা কিন্তু মে মাসে বিল আসে ৭ হাজার ৯৭ টাকা। তার অভিযোগের ভিত্তিতে বিল সমন্বয় করা হলেও জুন মাসে তাকে ৫ হাজার ১১৪ টাকা বিল দেওয়া হয়।</p>	<p>সমকাল ২৯ জুলাই ২০২০</p>	<p>মার্চ ২০মাসে প্রকৃত রিডিং অনুযায়ী ১৮৫ ইউনিটের বিল করা হয়েছিল। এপ্রিল ২০ মাসে COVID-১৯ লকডাউনের কারণে মিটার রিডিং দেখে বিল করা সম্ভব না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০% যোগ করে এপ্রিল মাসে ২২২ ইউনিটের বিল করা হয়। পরবর্তীতে মে ২০ মাসে গৃহীত প্রকৃত রিডিং এর ভিত্তিতে ৭৭৫ ইউনিটের বিল করা হয়। গ্রাহকের অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে যাচাই করে দেখা যায় এপ্রিল মাসে মার্চ মাসের বিলের সাথে ২০% যোগ করে এপ্রিলের যে বিল (২২২ ইউনিট) করা হইয়াছিল তাহা গ্রাহকের প্রকৃত ব্যবহারের তুলনায় কম। ফলে এপ্রিল মাসের বিল প্রকৃত ব্যবহারের তুলনায় কম হওয়ার কারণে মে মাসে বিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরবর্তীতে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে এপ্রিল ও মে মাসের বিলে স্ল্যাব সুবিধা প্রদান পূর্বক সংশোধন করে এপ্রিল ও মে মাসের যথাক্রমে ৫২৩ ও ৪৭৪ ইউনিটের বিল প্রদান করা হয়।</p> <p>বিল তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় ২০১৯ সালের মার্চ- জুলাই পর্যন্ত গড় ব্যবহার ছিল ৪৭৫ ইউনিট এবং ২০২০সালের মার্চ- জুলাই পর্যন্ত গড় ব্যবহার ৪৮২ ইউনিট যাহা সামঞ্জস্যপূর্ণ।</p>
০৫(১৩)	<p>নাছমা বেগম কাঞ্চরুল, ঢাকা</p>	<p>তার নামের মিটার ব্যবহারকারী ভাড়াটিয়া ইয়াকিন আহমেদ জানান, মে মাসে তার ৪ হাজার ৫৩৮ টাকা বিদ্যুৎ বিল এসেছে। অর্থাৎ এপ্রিল মাসে এসেছে ৭৬৭ টাকা ও মার্চ ৫৯৫ টাকা। বিগত কয়েক মাসের বিল পর্যবেক্ষণ</p>	<p>আমাদের সময় এবং সংবাদ ২৩ জুন ২০২০</p>	<p>মার্চ ২০মাসে প্রকৃত রিডিং অনুযায়ী ১১০ ইউনিটের বিল করা হয়েছে। এপ্রিল ২০ মাসে COVID-১৯ লকডাউনের কারণে মিটার রিডিং দেখে বিল করা সম্ভব না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০% যোগ করে এপ্রিল মাসে ১৩২ ইউনিটের বিল করা হয়। পরবর্তীতে মে ২০ মাসে গৃহীত প্রকৃত রিডিং এর ভিত্তিতে ৫৮৮ ইউনিটের বিল করা হয়। গ্রাহকের অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে যাচাই</p>

০৬(১৪)	-	করে দেখা গেছে, ফেব্রুয়ারি মাসে তার বিল এসেছে ৪১১ টাকা, জানুয়ারিতে ৩৩৫ টাকা, গত বছর ডিসেম্বরে ৫৩৭ টাকা, নভেম্বরে ৯২৭ টাকা এবং অক্টোবরে ০১ হাজার ৪৯৩ টাকা।	নয়াদিগন্ত ১৪ জুন ২০২০	করে দেখা যায় এপ্রিল মাসে মার্চ মাসের বিলের সাথে ২০% যোগ করে এপ্রিলের যে বিল (১৩২ ইউনিট) করা হইয়াছিল তাহা গ্রাহকের প্রকৃত ব্যবহারের তুলনায় কম। ফলে এপ্রিল মাসের বিল প্রকৃত ব্যবহারের তুলনায় কম হওয়ার কারণে মে মাসে বিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরবর্তীতে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের স্ল্যাব সুবিধা প্রদান পূর্বক সংশোধন করে মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে যথাক্রমে ২৮০, ২৮০ ও ২৮০ ইউনিটের বিল প্রদান করা হয়। গ্রাহকের স্থাপনায় সরেজমিনে পরিদর্শনকালে ০২টি এসি(০১ টি ১ টন ও ১টি ১.৫ টন) ব্যবহৃত হচ্ছে দেখতে পাওয়া যায়। কয়েকমাস যাবৎ এসি ব্যবহার করছেন বলে গ্রাহক স্বীকার করেছেন। বর্তমানে গ্রাহকের কোন অভিযোগ নেই।
০৭	ভুতুড়ে বিল কি এবারই প্রথম?	গত বছরের ১৫ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত এক মাসের বিল এসেছিল ৫ হাজার ৪৬ টাকা। বিল অনুযায়ী, তিনি ৬০৩ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছেন। অথচ এপ্রিল-মে মাসে তার বিল এসেছিল ১ হাজার ৬৫০ টাকা। বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছেন ৩৯৫ ইউনিট। মার্চ-এপ্রিল মাসে তিনি বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছেন ৩৯৮ ইউনিট। বিল এসেছিল ১ হাজার ৭০০ টাকা। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের বিলে দেখা যায় তিনি বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছিলেন মাত্র ১৯৫ ইউনিট। বিল এসেছিল ৬০০ টাকার কিছু কম।	দৈনিক প্রথম আলো ১০ আগস্ট ২০২০ইং	প্রকাশিত সংবাদে গ্রাহকের এর কোন ঠিকানা উল্লেখ ছিলনা। গ্রাহক ডাটাবেজ যাচাই করে মহাখালী এলাকার জুন মাসে ৬০৩ ইউনিটের বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়েছে এরূপ ১ জন গ্রাহক জৈনিক কামরুল হাসান কে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান যে তিনি কোন অভিযোগ করেন নি এবং বিল সংক্রান্ত তার কোন অভিযোগ নেই। BIS যাচাই করে তার সকল বিল পরিশোধিত পাওয়া যায়। পরবর্তীতে দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকার রিপোর্টার জনাব আশরাফুল ইসলামের সাথে এ বিষয়ে টেলিফোনে জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(ওয়েস্ট জোন-১), ডেসকো কর্তৃক যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান ল্যান্ড ফোনে গ্রাহকগণ বিদ্যুৎ বিলের বিষয়ে অভিযোগ জানান ফলে গ্রাহকের নাম ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর তাঁর কাছে সংরক্ষিত নেই।
০৭	ভুতুড়ে বিল কি এবারই প্রথম?	ডিপিডিসি ও ডেসকোর চার কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেছেন, প্রতিবছরই বিদ্যুতের বাড়তি বিল করে তা গ্রাহকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। এগুলো হলো সিস্টেম লস কমিয়ে দেখানো। কোম্পানিগুলো যে সিস্টেম লস দেখায়, প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে সিস্টেম লস বেশি। তা ছাড়া যে কোম্পানি যত বেশি বিদ্যুতের বিক্রি	বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডেসকো'র সিস্টেম লস টার্গেট ছিল ৭.১০%। মার্চ ২০ মাসে COVID-১৯ লকডাউনের কারণে মার্চ ২০ থেকে মে ২০ পর্যন্ত আবাসিক গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহার বেশি হলেও শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের বিদ্যুৎ ব্যবহার কম হওয়ার কারণে বিগত বছরের তুলনায় ডেসকো'র বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৫০% কমে যায়। যার ফলে টেকনিক্যাল লস কম হয়, স্বভাবতই গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে সিস্টেম লস কমে ৬.৩১%-এ দাঁড়ায়। এছাড়া ডেসকো কালেকশন বেশিও বরাবরই প্রায় শতভাগ। তাই পত্রিকায় প্রকাশিত সিস্টেম লস কম দেখানোর জন্য গ্রাহকদের বাড়তি বিল করা হয় এরূপ অভিযোগ সঠিক নয়।	

		(সেলস) বেশি দেখাবে, সে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তত বেশি বোনাস পাবেন। অর্ধবছরের (১ জুলাই থেকে ৩০ জুন) শেষ চার-পাঁচ মাসে সাধারণত গ্রাহকের বিদ্যুতের বিল বেশি করা হয়। এবার ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল—এই তিন মাসে মাত্রাতিরিক্ত ভুতুড়ে বিল করার বিষয়টি সামনে এসেছে।			এছাড়াও দৈনিক প্রথম আলোর সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার জনাব আরিফুল্লাহানের সাথে এ বিষয়ে টেলিফোনে জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ওয়েস্ট জোন-২) কর্তৃক যোগাযোগ করে তেসকো'র চার কর্মকর্তার নাম জানতে চাওয়া হলে তিনি নাম প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানান। ভুতুড়ে বিলের ব্যাপারে তেসকো'র বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন অভিযোগ নেই মর্মে জানান।
--	--	--	--	--	---

খ) জুন ২০২০ সালের বিল যা জুলাই ২০২০ সালে গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে; সে সকল বিদ্যুৎ বিলের অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থাদিঃ

গত ০১/০৭/২০২০ইং থেকে ৩০/০৭/২০২০ইং পর্যন্ত ভেসকোতে জুন ২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত মোট ১৪৫৭টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগ সমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় ১৪৪৬টি বিল প্রকৃত মিটার রিডিং অনুযায়ী করা হয়েছিল যার সঠিক ছিল, তন্মধ্যে ১০৬০টি বিল BERC এর আদেশের প্রেক্ষিতে গ্রাহকের সুবিধার্থে এপ্রিল ও মে মাসের বিল গড় করে স্ল্যাব সুবিধা প্রদান পূর্বক সংশোধন করা হয়েছে। ১১ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে মিটার রিডিং ভুলের কারণে বিল বেশি হয়েছিল যা প্রকৃত রিডিং দিয়ে সংশোধন করা হয়েছে এবং মিটার রিডিং ভুলের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মোট অভিযোগ	বিল সঠিক পাওয়া গেছে	বিল সঠিক থাকা সত্ত্বেও স্ল্যাব সুবিধা দেওয়ার জন্য সংশোধন করা হয়েছে	বিল সংশোধনের প্রয়োজন হয় নাই	অতিরিক্ত বিল হয়েছিল	অভিযোগ নিষ্পত্তির হার
১৪৫৭টি	১৪৪৬	১০৬০টি	৩৮৬	১১ টি	১০০%

গ) ভিডিও লিংকে উল্লিখিত অভিযোগঃ সরবরাহকৃত ভিডিও লিংকে তেসকো'র বিষয়ে কোন অভিযোগ নেই।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড
নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) এর দপ্তর

...

সভাপতি মোঃ কাওসার আমীর আলী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সভার তারিখ ০৫ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।
সভার সময় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডেসকো।
স্থান দুপুর ১১:৩০ ঘটিকা
উপস্থিতি নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন), নির্বাহী পরিচালক(অর্থ ও হিসাব), প্রধান প্রকৌশলী এসএন্ডডি অপারেশন ইন্ট /ওয়েস্ট জোন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল জোন ও আইসিটি) এবং নির্বাহী প্রকৌশলী(সকল বিওবি বিভাগ)

ব্যাপি করোনা ভাইরাসরোগ(কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ মোকাবেলা এবং ব্যাপক বিস্তার প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির আওতায় আগামী ২৬ মার্চ ২০২০ ইং তারিখ হতে ডেসকো'র দাপ্তরিক কার্যক্রম বন্ধ আছে। সম্প্রতি সাধারণ ছুটি ১৬ মে ২০২০ইং সরকার কর্তৃক বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া শবে রুদর, সাপ্তাহিক ছুটি ও ঈদের ছুটি মিলে ২১-২৬ মে পর্যন্ত ডেসকো'র দাপ্তরিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। উক্ত ছুটিকালীন সময়ে ডেসকো'র বিদ্যুৎ বিতরণ কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে ডেসকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন), নির্বাহী পরিচালক(অর্থ ও হিসাব), প্রধান প্রকৌশলী এসএন্ডডি অপারেশন ইন্ট /ওয়েস্ট জোন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল জোন ও আইসিটি) এবং নির্বাহী প্রকৌশলী(সকল বিওবি বিভাগ) উপস্থিত ছিলেন। নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) মহোদয়ের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। অতঃপর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। বিতরণ সংস্থা হিসেবে ডেসকোকে একটি গ্রাহক বান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। বিওবি বিভাগে কি কি সমস্যা আছে জানতে চাইলে বিওবি বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ স্ব-স্ব বিওবি বিভাগের সমস্যা সমূহ তুলে ধরেন।

মোট স্থাপিত স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারের প্রায় (৮-১০)% মিটার সার্বক্ষণিক অফলাইনে থাকে ফলে গ্রাহকগণ মিটার রিচার্জ করতে হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে নির্বাহী প্রকৌশলী(রূপনগর)সহ কয়েকজন নির্বাহী প্রকৌশলী সভায় অবহিত করেন। প্রায় সকল ব্যাংক বর্তমানে বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ থেকে বিরত থাকছেন ফলে ডেসকো'র বিল কালেকশন অনেক হ্রাস পেয়েছে। কাল্যাটদপুর ও বসুন্ধরা সুইচিং স্টেশনের রেকারে সমস্যা রয়েছে বলে নির্বাহী প্রকৌশলী(বারিধারা) উল্লেখ করেন। টঙ্গী-২৭ ও উত্তর খান(প্রমি এগ্রো) উপকেন্দ্র চালু করা না গেলে এসব এলাকায় ফোর্স লোড শেডিং করার প্রয়োজন হবে বলে সভায় জানানো হয়। টঙ্গী-২৭ এলাকায় একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ১ বিঘা জমি দিতে রাজি আছেন এবং এই জমি সংলগ্ন প্রায় ১ বিঘার আয়তনের খাস জমি রয়েছে যা ডেসকো'র নামে বরাদ্দ নেওয়া সম্ভব বলে নির্বাহী প্রকৌশলী(টঙ্গী-পশ্চিম) সভায় জানান। মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সবার সমস্যা সমূহ ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করেন এবং কিছু কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন এবং অন্যান্য সমস্যা সমূহ পর্যায়ক্রমে সমাধান করা হবে মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্র.বিষয়	প্রস্তাব	বাস্তবায়নকারী
১	এলটি রিডিং গ্রহণ ও বিল ইস্যু	নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল বি ও বি বিভাগ
২	LPC ছাড়া বিল গ্রহণ	নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল বি ও বি বিভাগ

ক্র.সং	বিষয়	বাস্তবায়নকারী	
৩	ব্যাংক বুথ খোলা রাখা	প্রায় সকল ব্যাংকই বর্তমানে গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকছেন। ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা/বুথসমূহ খোলা রাখা ও এলপিসি ছাড়া বিল গ্রহণের ব্যাপারে ডেসকো'র অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে ব্যাংক গুলোকে পুনরায় অনুরোধ জানাতে হবে। এ জন্য ডেসকো'র প্রধান প্রকৌশলী(এসএন্ডডি অপারেশন) দপ্তর কর্তৃক ব্যাংক সমূহের তালিকা সংগ্রহ করে অর্থ ও হিসাব বিভাগে প্রেরণ করবেন।	বাস্তবায়নকারী অর্থ ও হিসাব বিভাগ/ প্রধান প্রকৌশলী (এসএন্ডডি অপারেশন, ইষ্ট/ওয়েস্ট)
৪	ঢাকা ওয়াসা'র বিল	ঢাকা ওয়াসা'র সংশ্লিষ্ট মডস জোন এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণ বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ করছেন না বা বিলসমূহ শাখা অফিস থেকে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের করছেন না মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সভায় অবহিত করেন। ডেসকো'র প্রধান প্রকৌশলী (এসএন্ডডি অপারেশন) গণ ওয়াসার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ পূর্বক বিলসমূহ ওয়াসার শাখা অফিস থেকে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ ও বিল পরিশোধের ব্যাপারে উদ্যোগ নিবেন।	প্রধান প্রকৌশলী, (এসএন্ডডি অপারেশন, ইষ্ট/ওয়েস্ট)
৫	ওয়েবসাইটে বিল তথ্য আপডেট রণ	অনলাইন মাধ্যমে যেমন বিকাশের মাধ্যমে বিল পরিশোধের পর ওয়েবসাইটে বিল তথ্য হালনাগাদ হয় না মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী, জোয়ারসাহারা সভায় অবহিত করেন। গ্রাহক কর্তৃক বিল পরিশোধের অব্যবহিত পরই ওয়েবসাইটে বিল তথ্য হালনাগাদ করতে হবে ডেসকো আইসিটি বিভাগ এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিবে।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আইসিটি
৬	প্রি-পেইড মিটার বিচার্জ	৩০০০ টাকার বেশি বকেয়া রয়েছে এরূপ স্মার্ট প্রি-পেইড গ্রাহকগণ যারা ডেভিৎ করছেন না তাদের কে ডেভিৎ করার জন্য ইতোমধ্যেই টেলিফোনের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো শুরু হয়েছে। টেলিফোন করা হয়েছে এরূপ গ্রাহকদের তালিকা বি ও বি বিভাগে সংরক্ষণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ
৭	আউটসোর্সিং কর্মীদের বেতনাদি ও ঙ্গদবোনাস পরিশোধ	ডেসকো কর্তৃক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মার্চ'২০২০ইং মাসের বিল ইতোমধ্যেই পরিশোধ করা হয়েছে। কিছু লক্ষ্য করা গেছে কোন কোন ঠিকাদার তাদের কর্মীদের মার্চ'২০২০ইং বেতন এখনও পরিশোধ করে নাই - বিষয়টি অমানবিক। বি ও বি বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে অতিসত্বর বেতন ও আসন্ন ঙ্গদুল ফিতরের বোনাস পরিশোধের জন্য নির্দেশ দিবেন ও প্রয়োজনে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এর মূল্যায়ন ফরমে নেগেটিভ মার্কিং করবেন এবং COSS/LEM এর এপ্রিল'২০২০ইং মাসের বিল মাচাই পূর্বক আগামী ১০ মে ২০২০ইং এর মধ্যে অর্থ ও হিসাব বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।	নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল বি ও বি বিভাগ
৮	নিরাপাতা সামগ্রী ব্যবহার	দেশব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে যেসব বিদ্যুৎ কর্মকর্তা/কর্মচারী জ্বরুরী দায়িত্ব পালন করছেন তাদেরকে পর্যাপ্ত নিরাপাতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে দায়িত্ব পালন করার জন্য ইতোপূর্বে ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও লক্ষ্য করা গেছে COSS/LEM গ্যাং এর সকল সদস্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী পায় নাই। ফ্রন্ট লাইনে কর্মরত সকল কর্মীকে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নিরাপাতা সামগ্রী সরবরাহ করার ব্যাপারে বি ও বি বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	প্রধান প্রকৌশলী, (এসএন্ডডি অপারেশন, ইষ্ট/ওয়েস্ট)

৩য় আর কোন আলচাসূচী না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ কাওসার আমীর আলী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

স্মারক নম্বর: ২৭.২৪.০০০০.০০৫.০৬.০০৫.২০.২৭

তারিখ: ২৫ বৈশাখ ১৪২৭

০৮ মে ২০২০

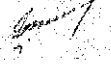
বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার

ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ২) এসএন্ডডি অপারেশন
- ৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ৪) স্টাফ অফিসার, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)

ডাক (১৫) | অফিস ব্যবস্থাপনা

কৌশলী (পি এন্ড ডি/এমপি এন্ড এস/পিআই এন্ড টি/ডি এন্ড এমডব্লিউ/আইসিটি)/এস এন্ড ডি অপারেশন (ইন্ট জোন-১/ইন্ট জোন-২/ওয়েস্ট
ট জোন-২)/প্রকল্প পরিচালক (গ্রিড/বিতরণ)/কোম্পানি সচিব/উপমহাব্যবস্থাপক (এইচআরএম/অর্থ/হিসাব/ইন্টারনাল অডিট))


নূর মহম্মদ
নির্বাহী পরিচালক



জরুরি
সীমিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ জালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড

প্রধান প্রকৌশলী (এসএন্ড ডি অপারেশন, ইন্সট জোন) এর দপ্তর

২২/বি কবি ফররুখ সরণি, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯

www.desco.org.bd

স্মারক নম্বর: ২৭.২৪.০০০০.০১০.০৬.০০১.২০.৪৭

তারিখ: ৯ বৈশাখ ১৪২৭

২২ এপ্রিল ২০২০

বিষয়: সাধারণ ছুটি কালীন সময়ে (০৫ এপ্রিল হতে ২৫ এপ্রিল ২০২০ ইং পর্যন্ত) ও আসন্ন পবিত্র রমজানে করণীয় বিষয়ে ২০/০৪/২০২০ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ মোঃ কাওসার আমীর আলী-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেসকো

তারিখ : ২০ এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

স্থান : প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ

সময় : দুপুর ০২:০০ ঘটিকা

দেশব্যাপী করোনা ভাইরাসরোগ (কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ মোকাবেলা এবং ব্যাপক বিস্তার প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির আওতায় আগামী ২৫ এপ্রিল ২০২০ ইং তারিখ পর্যন্ত ডেসকো'র দাপ্তরিক কার্যক্রম বন্ধ আছে। বিদ্যুৎ একটি জরুরী সেবা বিধায় আসন্ন পবিত্র মাহে রমজানের সময়ে ডেসকো'র বিদ্যুৎ বিতরণ কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে ডেসকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন), নির্বাহী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), প্রধান প্রকৌশলী এসএন্ড ডি অপারেশন ইন্সট/ওয়েস্ট জোন, ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল জোন) উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	বিষয়	প্রস্তাব	বাস্তবায়নকারী
১	নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার	অদ্য দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানগণের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের সময় মাননীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী মহোদয় দেশব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে যেসব বিদ্যুৎ কর্মকর্তা/কর্মচারী জরুরী দায়িত্ব পালন করছেন তাদেরকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে দায়িত্ব পালন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এলক্ষে COSS/LEM গ্যাং, ভেভিং স্টেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রভৃতি নিরাপত্তা উপকরণ ব্যবহার করে দায়িত্বপালন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।	সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ
২	এলটি বিল ইস্যু	এপ্রিল-২০২০ ইং মাসের ৩য় ও ৪র্থ লটের বিল- ১ম ও ২য় লটের বিলের মতোই পূর্ববর্তী মাসের ব্যবহারের চেয়ে ২০% বেশি ধরে এস্টিমেটেড (রিডিং ফরওয়ার্ডসহ) বিল জারী করতে হবে। জারীকৃত বিল COSS- এর জনবল দ্বারা গ্রাহক প্রান্তে পৌঁছানোর যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে। বিল প্রসেস হওয়ার সাথে সাথে ডেসকো ওয়েবসাইট হতে বিল সংগ্রহ পূর্বক অনলাইনে (বিকাশ/রকেট/জি-পে প্রভৃতি) মাধ্যমে পরিশোধের ব্যাপারে গ্রাহকদেরকে এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দিতে হবে।	সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আইসি টি।
৩	মার্চ-২০২০ ইং মাসের এইচটি/এলটিআই বিল প্রসঙ্গে।	সাধারণ ছুটি চলাকালে শিল্প কারখানা/শপিং কমপ্লেক্স বন্ধ থাকার কারণে যেসকল গ্রাহকদের নিকট বিল পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই তাদেরকে ফোনের মাধ্যমে বিলের পরিমাণ জানিয়ে দিতে হবে এবং বিল পরিশোধের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ
৪	এপ্রিল'২০২০ মাসের এমটি/এলটিআই মিটার রিডিং ও বিল ইস্যু	এমটি (MT1 ব্যাতিত) বৃহৎ গ্রাহক যেমন এয়ারপোর্ট/রায়ব হেড কোয়ার্টার/ যমুনা ফিউচার পার্ক এর ক্ষেত্রে ডেসকো'র নিজস্ব লোক পাঠিয়ে সরেজমিনে এপ্রিল-২০২০ ইং মাসের রিডিং গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য শিল্প/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের লোকবল দ্বারা রিডিং গ্রহণ করে ফোনের মাধ্যমে রিডিং সংগ্রহপূর্বক বিল ইস্যু ও বিল জারী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ
৫	LPC-ছাড়া বিল গ্রহণ	দেশব্যাপী করোনা ভাইরাসের বিস্তার জনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় এইচটি/এলটিআই বাণিজ্যিক/শিল্প গ্রাহকগণ এলপিসি ছাড়া বিদ্যুৎ বিলের চেক(বা নগদ) দিতে চাইলে তা গ্রহণ করতে হবে। চলতি মাসের শেষ ০৩ দিন এলটিআই/এইচটি গ্রাহকদের বিল গ্রহণ করার জন্য ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা/বৃহৎ সমূহ খোলা রাখা ও এলপিসি ছাড়া বিলগ্রহণের ব্যাপারে ডেসকো'র অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে ব্যাংক গুলোকে অনুরোধ জানাতে হবে।	অর্থও হিসাব বিভাগ

সং	বিষয়	প্রস্তাব	বাস্তবায়নকারী
৬	ঢাকা ওয়াস 'র বিল	ঢাকা ওয়াস'র সংশ্লিষ্ট মডস জোন এর নির্বাহী প্রকৌশলীগণের সাথে যোগাযোগ করে রিডিং গ্রহণ ও বিল পৌছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং বিল পরিশোধের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ
৭	ইফতার এর হার নির্ধারণ	পবিত্র রমজান মাসে প্রতিদিন ইফতারের হার নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হলোঃ ক) প্রধান কার্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত স্থাপনাসমূহ ৬০০/- টাকা খ) কেন্দ্রীয় অভিযোগ কেন্দ্র ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ২৫০/- টাকা, গ) ভেভিং স্টেশন ২৭৫/- টাকা, ঘ) সুইচিং স্টেশন/সাবস্টেশন ২২৫/- টাকা, ঙ) অভিযোগ কেন্দ্র ৪৫০/- টাকা, চ) কন্ট্রোল রুম/গ্রীড উপকেন্দ্র ৪৫০/- টাকা, ছ) অভিযোগ কেন্দ্র / কন্ট্রোল রুম(সম্মিলিত ভাবে) ৫৫০/- টাকা, জ) কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুম ৫৫০/- টাকা, ঝ) কেন্দ্রীয় স্টোর ৫৫০/- টাকা। বিওবি বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ অর্থ ও হিসাব বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় অর্থ অগ্রীম উত্তোলন করবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ
৮	Write-Off সম্পন্নকরণ	চলতি-গ্রীষ্মকালীন সময়ে বাড়-বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন ও স্বাভাবিক রাখতে ওভারহেড লাইনসমূহ পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় Write-Off কার্য সম্পন্ন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ
৯	প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ প্রসঙ্গে	যে সকল স্মার্ট প্রি-পেইড গ্রাহকগণ ভেভিং করছেন না তাদের কে ভেভিং করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে মাইকিং করতে হবে। এছাড়া ডেসকো'র ভেভিং স্টেশনের স্পিকার এর মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রচারণা চালাতে হবে।	সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ
১০	ডিউটি রোস্টার	সংশ্লিষ্ট জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ যথাসময়ে মে-২০২০ইং মাসের কন্ট্রোল রুমের ডিউটি রোস্টার প্রনয়ণ করবেন এবং লোড ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকি করবেন।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (জোন)
১১	বিওবি বিভাগের স্থাপনা পরিদর্শন	সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে বিওবি বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ বিওবি বিভাগসমূহের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, ভেভিং স্টেশন, LEM গ্যাস প্রভৃতি'র কার্যক্রম তদারকি করবেন।	

সভায় আর কোন আলচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে,

২২-৪-২০২০

এ.কে.এম. মহিউদ্দিন
প্রধান প্রকৌশলী

বিতরণ :

- ১) নির্বাহী পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ২) নির্বাহী পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক (এইচ আর) এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ৩) নির্বাহী পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ৪) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী (এসএন্ড ডি অপারেশন, ওয়েস্ট জোন) এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ৫) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী (নেটওয়ার্ক অপারেশন) এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ৬) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (আইসিটি) এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)



DESCO
POWER IS YOURS

২২/বি, কবি ফররুখ সরণি, নিকুল-২, বিলক্ষেত্র, ঢাকা-১২২৯, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮ ০২ ৮৯০০১১০-১১, ৮৯০০৮২০-২৩, ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ৮৯০০১০০
ই-মেইল : info@desco.org.bd, mddesco@desco.org.bd
ওয়েবসাইট : www.desco.gov.bd, www.desco.org.bd



২২ চৈত্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১০.০৬.০০১.২০ - ৫৭

তারিখঃ-----

০৫ এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে (০৫ এপ্রিল হতে ১৪ এপ্রিল'২০২০ইং পর্যন্ত) করণীয় বিষয়ে ০৫/০৪/২০২০ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

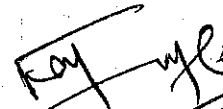
সভাপতিঃ মোঃ কাওসার আমীর আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেসকো
তারিখঃ ০৫ এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।
স্থানঃ প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সময়ঃ সকাল ১১:০০ ঘটিকা

দেশব্যাপি করোনা ভাইরাসরোগ(কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ মোকাবেলা এবং ব্যাপক বিস্তার প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির আওতায় ০৫/০৪/২০২০ইং তারিখ হতে ১৪/০৪/২০২০ইং তারিখ পর্যন্ত ডেসকো'র দাপ্তরিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। উক্ত ছুটি কালীন সময়ে গ্রাহক প্রান্তে সুষ্ঠু বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখাসহ আনুষ্ঠানিক করণীয় বিষয়ে এক জরুরী সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সকল নির্বাহী পরিচালক, প্রধান প্রকৌশলী এসএমডি অপারেশন (ডেভেলপমেন্ট, ইন্ট/ওয়েস্ট জোন, নেটওয়ার্ক অপারেশন) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (জোন, আইসিটি) উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	বিষয়	প্রস্তাব	বাস্তবায়নকারী
১	মিটার রিডিং গ্রহণ	১) MT (MTI ব্যতিত) ও HT শ্রেণির যে সকল গ্রাহকের মিটার রিডিং গ্রহণ করা সম্ভব, সে সকল গ্রাহকের মিটার রিডিং আগামীকালের মধ্যে গ্রহণ করে বিল প্রস্তুত করতে হবে। ২) MT (MTI ব্যতিত) ও HT শ্রেণির গ্রাহকদের প্রস্তুত করে গ্রাহক প্রান্তে পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ৩) MT ও HT শ্রেণির যে সকল গ্রাহকের মিটার রিডিং গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, তাদের পূর্ববর্তী বিলিং মাসের ব্যবহারের সাথে ২০% যোগ করে মিটার রিডিং forward করে বর্তমান মাসের বিল প্রস্তুত করতে হবে। ৪) ৪র্থ লটের যে সকল এলটি ও এলটিআই গ্রাহকদের মিটার রিডিং আনা সম্ভব হয়নি, তাদের পূর্ববর্তী বিলিং মাসের ব্যবহারের সাথে ২০% যোগ করে মিটার রিডিং forward করে বর্তমান মাসের বিল প্রস্তুত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ
		৫) এপ্রিল'২০ মাসের ১ম লট (৫-১০ তারিখ) ও ২য় লট (১১-১৫ তারিখ) এর এলটি ও এলটি আই বিল তাদের পূর্ববর্তী বিলিং মাসের ব্যবহারের সাথে ২০% যোগ করে মিটার রিডিং forward করে বর্তমান মাসের বিল প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রে আইসিটি-বিভাগ বিল প্রসেস করবে এবং বি ও বি বিভাগ বিল প্রিন্ট দিবে।	আইসিটি বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ
২	ব্যাংক কালেকশন রিপোর্ট সংগ্রহ	প্রতিটি বি ও বি বিভাগ মেসেঞ্জারের মাধ্যমে ব্যাংক হতে কালেকশন রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে। উপরোক্ত প্রয়োজনে ন্যূনতম সংখ্যক অফিস সহকারী (বিলিং) ও অফিস সহকারী (রেভিনিউ) ডাটা এন্ট্রি কাজে অফিসে আগমন করবেন। এক্ষেত্রে আইটি শাখার একজন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন।	সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ
৩	খানবাহনের ফুয়েল	১) মিরপুর এলাকায় শতাব্দী সিএনজি পাম্প বন্ধ রয়েছে মর্মে প্রধান প্রকৌশলী (ওয়েস্ট জোন) জানান। এক্ষেত্রে উক্ত এলাকার বি ও বি বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ ব্যবস্থাপক (লজিস্টিক) এর সাথে যোগাযোগ করে গাড়ীর নম্বর মিরপুর সিরামিকে অবস্থিত সিএনজি পাম্পে সরবরাহ করবে। নির্বাহী প্রকৌশলীগণ উক্ত সিএনজি পাম্প হতে গ্যাস গ্রহণ করবেন। সাধারণ ছুটি শেষে উক্ত পাম্পের গ্যাসের বিল পরিশোধ করা হবে। ২) তদপুরি গ্যাস সংকট দেখা দিলে ডিজেস ও অকটেন চালিত পিক-আপ গাড়ীসমূহ লিফটিং কাজে ব্যবহৃত হবে। নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এ বিষয়ে ব্যবস্থাপক (লজিস্টিক) এর সাথে যোগাযোগ করে সমন্বয় করবেন।	সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ ও ব্যবস্থাপক (লজিস্টিক)

ক্রম	বিষয়	প্রস্তাব	স্বাক্ষরকারী
৪	ভেডিং সম্পর্কিত প্রচারণা	আগামী ১৪ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত ছুটির পর ভেডিং এর বিড়ম্বনা এড়াতে চালু থাকা ভেডিং স্টেশন, POS, মোবাইল অ্যাপস ও অনলাইনে ভেডিং করার বিষয়ে বি ও বি বিভাগ কর্তৃক এলাকা ভিত্তিক মাইকিং করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ
৫	COSS ঠিকাদারের মেয়াদবৃদ্ধি	COSS ঠিকাদারের বর্ধিত মেয়াদ ৩০ এপ্রিল শেষ হবে। নতুন ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাপ্ত bid document সমূহের কারিগরী মূল্যায়ন প্রতিবেদন আগামী ০৩(তিন) দিনের মধ্যে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত করার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে Award issue প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। যদি তা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে মে' ২০২০ মাস পর্যন্ত COSS ঠিকাদারের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।	সংগ্রহ বিভাগ
৬	বি ও বি বিভাগের স্থাপনা পরিদর্শন	সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে প্রতিদিন বি ও বি বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ দিনের যেকোন সময়ে একবার বি ও বি বিভাগে গমনপূর্বক ভেডিং স্টেশনসহ LEM গ্যাস এর কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শন শেষে স্থাপনায় সংরক্ষিত রেজিষ্টারে তাহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন।	সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ
৭	সাতাইশ উপকেন্দ্র চালুকরণ	সাতাইশ উপকেন্দ্র আগামী ২০/০৪/২০২০ তারিখের মধ্যে টেস্টিং ও কমিশনিং সম্পন্ন করে চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে নেটওয়ার্ক অপারেশন বিভাগের সহায়তা নিয়ে দ্রুত উপকেন্দ্রটি চালু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী (ডিএন্ডপি/নেটওয়ার্ক অপারেশন)
৮	ময়নাটেক উপকেন্দ্র চালুকরণ	ইতোমধ্যে উত্তরখানে অবস্থিত ময়নাটেক উপকেন্দ্রের টেস্টিং ও কমিশনিং কাজ সম্পন্ন করা হলেও সোর্স ক্যাবল লেইং এ স্থানীয় বাধার কারণে উপকেন্দ্র চালু করতে বিলম্ব হচ্ছে মর্মে প্রধান প্রকৌশলী (ডিএন্ডপি) অবহিত করেন। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত এ বাধা নিরসন করে রময়ানের পূর্বেই এ উপকেন্দ্রটি চালু ব্যবস্থা নেয়া নির্দেশ দেন।	প্রধান প্রকৌশলী (ডিএন্ডপি)
৯	কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সাবধানতা অবলম্বন	জরুরী প্রয়োজনে সাধারণ ছুটির মধ্যে ডেসকোর জরুরী কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সরকার ঘোষিত সাবধানতা বিধি সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মেনে চলতে হবে। এই সাবধানতার বিষয়ে কোন শিথিলতা না করার জন্য সকলকে পরামর্শ প্রদান করা হল।	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 (মোঃ কাবির হোসাইন)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বিতরণঃ

- ১) নির্বাহী পরিচালক(অপারেশন/এইচআর/প্রকৌশল/অর্থও হিসাব), ডেসকো।
- ২) প্রধান প্রকৌশলী(এসএন্ডডি অপারেশন ইন্ট/ওয়েস্ট জোন)/নেটওয়ার্ক অপারেশন/মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
- ২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(এস এন্ডডি অপারেশন), ইন্টজোন-১/ইন্ট জোন-২/ওয়েস্ট জোন-১/ওয়েস্ট জোন-২
- ৩) নির্বাহী প্রকৌশলী সকল বিওবি বিভাগ

অনুলিপিঃ

- ১) অফিস কপি।



জরুরি
সীমিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ জালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেড

প্রধান প্রকৌশলী (এসএন্ড ডি অপারেশন, ইস্ট জোন) এর দপ্তর

২২/বি কবি ফররুখ সরণি, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯

www.desco.org.bd

স্মারক নম্বর: ২৭.২৪.০০০০.০১০.০৬.০০১.২০.৪০

তারিখ: ১০ চৈত্র ১৪২৬

২৪ মার্চ ২০২০

বিষয়: আসন্ন বন্ধকালীন সময়ে (26 মার্চ হতে 04 এপ্রিল'২০২০ ইং পর্যন্ত) নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বিষয়ে 24/03/2020 ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে দেশব্যাপি করোনা ভাইরাসরোগ(কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ মোকাবেলা এবং ব্যাপক বিস্তার প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির আওতায় আগামী ২৬/০৩/২০২০ ইং তারিখ হতে ০৪/০৪/২০২০ ইং তারিখ পর্যন্ত ডেসকো'র দাপ্তরিক কর্ম বন্ধ থাকবে। এতদসংক্রান্ত মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

২৪-৩-২০২০

এ.কে.এম. মহিউদ্দিন
প্রধান প্রকৌশলী

বিতরণ :

- ১) নির্বাহী পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ২) নির্বাহী পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক (সংগ্রহ) এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ৩) নির্বাহী পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ৪) নির্বাহী পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ৫) নির্বাহী পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক (এইচ আর) এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ৬) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী (এসএন্ড ডি অপারেশন, ওয়েস্ট জোন) এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ৭) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী (নেটওয়ার্ক অপারেশন) এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ৮) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (আইসিটি) এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ৯) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (এমভিএসএস মেইনটেনেন্স) এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ১০) স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দপ্তর, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)
- ১১) এসএন্ডডি অপারেশন



স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১০.০৬.০০১.২০ + ৫৩

তারিখঃ--

১০ চৈত্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২৪ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ আসন্ন বন্ধকালীন সময়ে (২৬ মার্চ হতে ০৪এপ্রিল'২০২০ইং পর্যন্ত) নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বিষয়ে ২৪/০৩/২০২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ ব্রিঃ জেঃ শাহিদ সারওয়ার(জবঃ) এনডিসি,পিএসসি-ব্যবস্থাপনা পরিচালক,ডেসকো
তারিখঃ ২৪ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।
স্থানঃ প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সময়ঃ সকাল ১০:০০ ঘটিকা

দেশব্যাপি করোনা ভাইরাসরোগ(কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ মোকাবেলা এবং ব্যাপক বিস্তার প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির আওতায় আগামী ২৬/০৩/২০২০ইং তারিখ হতে ০৪/০৪/২০২০ইং তারিখ পর্যন্ত ডেসকো'র দাপ্তরিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। বিদ্যুৎ একটি জরুরী সেবা বিধায় আসন্ন বন্ধকালীন সময়ে ডেসকো'র বিদ্যুৎ বিতরণ কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে ডেসকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন), প্রধান প্রকৌশলী এসএন্ডডি অপারেশন ইন্স/ওয়েস্ট জোন/নেটওয়ার্ক অপারেশন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (জোন) এবং বিওবি বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন (তালিকা সংযুক্ত)। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	বিষয়	প্রস্তাব	বাস্তবায়নকারী
১	প্রেইড মিটার	১) প্রি-পেইড মিটার সমূহ আগামী ০৫/০৪/২০২০ইং তারিখ পর্যন্ত Holiday Mode -এর অর্ন্তভুক্ত করা হবে। ২) প্রি-পেইড মিটার সংক্রান্ত গ্রাহক সেবা চালু রাখতে TSS এর জনবল সকাল ০৯ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ২ শিফটে ডিউটি করবে। ৩) POS এর মাধ্যমে স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার ডেভিং চালু করা হবে। ৪) এই সরকারী সাধারণ ছুটিকালীন(২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল '২০২০ইং) সময়ে নতুন প্রি-পেইড মিটার স্থাপন কাজ বন্ধ থাকবে।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ওয়েস্ট জোন- ১)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (আইসিটি) /TSS
২	ডেভিং স্টেশন	সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত ডেভিং স্টেশন খোলা থাকবে।	সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ
৩	কমপ্রেইন সেন্টার ও সার্ভিস স্টেশন / কন্ট্রোল ডিউটি	সকাল ৯টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত ১২ ঘন্টা করে ২ শিফটে ডিউটি চালু থাকবে। সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ ডিউটি রোস্টার তৈরি করে প্রশাসন ও নেটওয়ার্ক অপারেশন বিভাগে প্রেরণ করবেন।	সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ
৪	যাতায়াত	শিফটিং দায়িত্ব পালনকারীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে। LEM-সহ প্রতিটি গাড়িতে জরুরী বিদ্যুতের ব্যানার ও অফিস জর্ডার সাথে থাকতে হবে। SSA/CA এবং কন্ট্রোলে দায়িত্বরত জনবলকে বাসা থেকে কর্মস্থল যাতায়াতের জন্য প্রশাসন পুল হতে মোট ৪টি গাড়ী (মাইক্রোবাস/প্রাইভেট কার) বারিধারা গুলশান,আপারগাঁও ও জোয়ারসাহারা বিওবি বিভাগকে বরাদ্দ করতে হবে। অন্যান্য বিওবি বিভাগ নিজস্ব যানবাহনের মাধ্যমে যাতায়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। গাড়ীসমূহ যাতে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে সে জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো যেতে পারে।	পুল / প্রশাসন বিভাগ
৫	WhatsApp গ্রুপ খোলা	কর্মকর্তাদের মধ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার সুবিধার্থে একটি WhatsApp গ্রুপ খোলা হবে। এই গ্রুপে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সকল নির্বাহী পরিচালক, সকল প্রধান প্রকৌশলী, সকল জোনাল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (এমডিএসএস), নির্বাহী প্রকৌশলী(সকল বিওবি বিভাগ,নেটওয়ার্ক অপারেশন), ও সেন্ট্রাল কন্ট্রোলিংয়ের সকল কর্মকর্তা যুক্ত থাকবেন।	আইসিটি বিভাগ

ক্রম	বিষয়	প্রস্তাব	বাস্তবায়নকারী
৬	ছুটি প্রসঙ্গে	ঘোষিত সাধারণ ছুটির সময়কালীন সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বর্তমান বাসায় অবস্থান করতে হবে, এ সময়ে স্টেশন ত্যাগ করা যাবে না। জরুরী প্রয়োজনে যে কোন মুহুর্তে অফিসে আসতে হতে পারে।	সকল দপ্তর/প্রশাসন বিভাগ
৭	অ্যাপায়ন	এই সাধারণ ছুটির মধ্যে কমপ্রেইন সেন্টার / সাবস্টেশন / কন্ট্রোল ডিউটি/ভেডিং স্টেশনে শিফটিং দায়িত্ব পালনকারী প্রত্যেককে প্রতিদিনের জন্য অ্যাপায়ন বাবদ ৪০০/- টাকা করে দেওয়া হবে।	সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ
৮	এইচটি/এলটিআই মিটার রিডিং ও বিল ইস্যু	মার্চ-২০২০ইং মাসের বিল এন্টিমেটেড (রিডিং ফরওয়ার্ডসহ) জারী হবে।	সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ
৯	COSS কার্যক্রম	সাধারণ ছুটি কালীন সময়ে বিল বিতরণ বন্ধ থাকবে যথা ০৫/০৪/২০২০ ইং তারিখ হতে পুনরায় শুরু হবে।	সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ
১০	LEM কার্যক্রম	LEM কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে তবে সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রত্যেক লাইনক্রু কে মাস্ক, গ্লাভস ও হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ জরুরী উপকরণ ব্যবহার করবে যা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহ করা হবে এবং সিস্টেম অপারেশন এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মনিটরিং করা হবে।	সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগ ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান।
১১	বিজ্ঞাপন	বিদ্যুৎ বিভ্রাট সম্পর্কে যে কোন ধরনের অভিযোগ স্ব-শরীরে না এসে সংশ্লিষ্ট অভিযোগ কেন্দ্রে /কেন্দ্রীয় অভিযোগ কেন্দ্রে জানানোর জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে এবং এসএমএস এর মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে অবহিত করা হবে। ডেসকোর ওয়েবসাইটে কেন্দ্রীয় অভিযোগকেন্দ্রের টেলিফোন/মোবাইল নম্বর সমূহ প্রকাশ করতে হবে।	প্রশাসন ও আইসিটি বিভাগ
১২	আপংকালীন বিকল্প জনবল প্রস্তুত রাখা	আপংকালীন সময়ে উপকেন্দ্রে/ কন্ট্রোল রুম ডিউটি পালনের জন্য বিওবি বিভাগ হতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন SSA/CA/SAE / AE-দের তালিকা প্রস্তুত করে নেটওয়ার্ক অপারেশন দপ্তরে সরবরাহ করতে হবে যাতে যেকোন মুহুর্তে জরুরী প্রয়োজনে জনবল replace করা যায়।	প্রধান প্রকৌশলী(নেটওয়ার্ক অপারেশন)

সভায় আর কোন আলচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শাহিদ সারওয়ার

(ব্রিঃ জেঃ শাহিদ সারওয়ার(অবঃ) এনডিসি,পিএসসি)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বিতরণঃ

- ১) নির্বাহী পরিচালক(অপারেশন/এইচআর/প্রকৌশল/অর্থও হিসাব) ,ডেসকো।
- ২) প্রধান প্রকৌশলী(এসএন্ডডি অপারেশন ইস্ট/ওয়েস্ট জোন)/নেটওয়ার্ক অপারেশন/মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
- ৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(এস এন্ডডি অপারেশন), ইস্টজোন-১/ইস্ট জোন-২/ওয়েস্ট জোন-১/ওয়েস্ট জোন-২
- ৩) নির্বাহী প্রকৌশলী সকল বিওবি বিভাগ

অনুলিপিঃ

- ১) অফিস কপি।

অভিযোগ সামারি

তারিখ

৩০/০৬/২০২০

বিওবি বিভাগের নাম	মোট গ্রাহক সংখ্যা	পোস্টপেইড গ্রাহক সংখ্যা	অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	অভিযোগ দাখিলের হার (%)	নিষ্পত্তির হার (%)
গুলশান	৩৩৬৪০	৩৩৬৪০	৩০৭	৩০৭	০.৯২	১০০
দক্ষিণখান	৫৯৮০৫	৩৯২২৯	৩১৯	৩১৯	০.৬২	১০০
বারিধারা	২২২৪৭	৪৪৬৪৪	২৬	২৬	০.১১	১০০
বাড্ডা	৫৯০২৯	৫৯০২৯	২৭৫	২৭৫	০.৪৬	১০০
উত্তর(পূর্ব)	৬৬০৬৯	৬৬০৬৯	১২৩	১২৩	০.১৮	১০০
উত্তরখান	৬১১১৩	৬১১১৩	১১১	১১১	০.১৮	১০০
টল্ডী(পূর্ব)	৫৩৪৪৫	৫৩৪৪৫	১১১	১১১	০.২০	১০০
টল্ডী(পশ্চিম)	৫৩৪৪৫	৫৩৪৪৫	১১১	১১১	০.২০	১০০
ইস্ট জোন	৪৯৪৯৪৯.০০	৪৯৪৯৪৯	১০৬	১০৬	০.২১	১০০
আগারগাঁও	৫৩৪৪৫	৫৩৪৪৫	১০৬	১০৬	০.২০	১০০
কাফরুল	৫৩৪৪৫	৫৩৪৪৫	১০৬	১০৬	০.২০	১০০
পল্লবী	৫৩৪৪৫	৫৩৪৪৫	১০৬	১০৬	০.২০	১০০
মনিপুর	৫৩৪৪৫	৫৩৪৪৫	১০৬	১০৬	০.২০	১০০
জোয়ারসাহারা	৫৩৪৪৫	৫৩৪৪৫	১০৬	১০৬	০.২০	১০০
বুপনগর	৫৩৪৪৫	৫৩৪৪৫	১০৬	১০৬	০.২০	১০০
শাহ আলী	৫৩৪৪৫	৫৩৪৪৫	১০৬	১০৬	০.২০	১০০
উত্তরা পশ্চিম	৫৩৪৪৫	৫৩৪৪৫	১০৬	১০৬	০.২০	১০০
ওয়েস্ট জোন মোট	৫২৩,৩৩১.০০	৩৫১,৯৯৫	৩,৬১৯	৩,৩২৩	১.০৩	৯২

৯৯	০.১০	৫৬৫৩	৫৬৫৩	৫৬৫৩	০.১০	৯৯
১০০	৯৯৮,২৭৮	৯৯৮,২৭৮	৯৯৮,২৭৮	৯৯৮,২৭৮	১০০	১০০

{ March = 1295 → 13
 April = 1534 → 16
 May = 20 → 152
 → 4.74/5.43
 → 6.23/5.64
 2925
 Family - 4

7.52/9.58
 10.22
 7.52
 6.27/15.64
 5.54/9.17
 7.04/10.85

অভিযোগ সামারি

তারিখ

৩০/০৬/২০২০

বিওবি বিভাগের নাম	মোট গ্রাহক সংখ্যা	পোস্টপেইড গ্রাহক সংখ্যা	অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	অভিযোগ দাখিলের হার (%)	নিষ্পত্তির হার (%)
গুলশান	৩৩৬৮০	০৭৬৩৩	৩০৭	৩০৭	০.৯১	১০০
দক্ষিণখান	৫৯৭০৫	৩৯২৯৪	৩১৯	৩১৯	০.৫৩	১০০
বারিধারা	২২২৪৭	৪৪৬৭৪	২৬২	২৬২	০.১১	১০০
বাড্ডা	৫৯০২৯	৯২০২৭	২৭৫	২৭৫	০.৪৬	১০০
উত্তরা(পূর্ব)	৬৬০৭৯	৩৩০৭২	৩২১	৩২১	০.৪৯	১০০
উত্তরখান	৬২২১১	২৯০২২	১১১	১১১	০.১৮	১০০
টঙ্কী(পূর্ব)	৫৩৪৫৫	২৩৪৫৫	১১১	১১১	০.২১	১০০
টঙ্কী(পশ্চিম)	৪৫৫৫৫	৪৫৫৫৫	১১১	১১১	০.২৪	১০০
ইস্ট জোন	৪৭৪,৯৪৭.০০	৩৩৫,৭৬৮.০০	২০৪৩	২০৪৩	০.৪৩	১০০
আগারগাঁও	৫৫৫৫৫	৫৫৫৫৫	১১১	১১১	০.২০	১০০
কাফরুল	৭২৫৬৬	৬৯৫৬৬	১১১	১১১	০.১৫	১০০
পল্লবী	৭৫২২৭৪	৭৫২২৭৪	১১১	১১১	০.১৫	১০০
মনিপুর	৬৩৫৬২	৬৩৫৬২	১১১	১১১	০.১৭	১০০
জোয়ারসাহারা	৫২৬৩১	৫২৬৩১	১১১	১১১	০.২১	১০০
বুপনগর	৬৮৭৬৭	৬৮৭৬৭	১১১	১১১	০.১৬	১০০
শাহ আলী	৫০২০২	৫০২০২	১১১	১১১	০.২২	১০০
উত্তরা পশ্চিম	৮৫৫৫৫	৮৫৫৫৫	১১১	১১১	০.১৩	১০০
ওয়েস্ট জোন মোট	৫২৩,৩৩১.০০	৩৫২,১৫৫.০০	৩,৩২৩	৩,৩২৩	০.৬১	১০০

১০	০৭.০	৭৩৬৫	৫৬৫৫	১০০	১০০
১১	০৭.০	৭৩৬৫	৫৬৫৫	১০০	১০০

March = 1295 → 13763
 April = 1534 → 16310
 May = 20 → 1520

2978
 Family - 4

10.000
 7.52

Note for wa pl

২২/৩

অতিব জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
সমন্বয়-২ অধিশাখা।
www.powerdivision.gov.bd

নং-২৭.০০.০০০০.০৫২.৩১.০০২.১৮-২৮০

০৮ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
তারিখঃ

২২ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিলের সারচার্জ বা বিলম্ব মার্শুল মওকুফ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানিসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। গ্রাহকগণ বিভিন্ন ব্যাংক এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে থাকেন। বর্তমানে মোডেল করোনা ভাইরাসের সংক্রামণ এড়াতে অনেক গ্রাহকই জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাসা-বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন না। এর পরিপ্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল ২০২০ মাসে অনেক গ্রাহকই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারবেন না মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে।

০২। উপর্যুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সারচার্জ বা বিলম্ব মার্শুল ব্যতিরেকে পরিশোধের নিমিত্ত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বার্ক) কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

২২/০৩/২০২০
(আইরিন পারভীন)
উপসচিব (সম-২)
ফোনঃ ৪৭১২০৩০৮।
coord-2@pd.gov.bd

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)

১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, নিকুঞ্জ-২, জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা।

০২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

০৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, বিদ্যুৎ ভবন, আব্দুল গণি রোড, রমনা, ঢাকা।

০৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ, ২২/বি ফারুক স্মরণী, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২১৯।

০৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, বিদ্যুৎ ভবন, বয়রা, মেইন রোড, খুলনা।

০৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নদার্ন ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিঃ, প্রধান কার্যালয়, বিদ্যুৎ ভবন, হেতেম খান, রাজশাহী।

০৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)

০৮। সচিব এর একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

০৯। অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগ (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

Office of the ED (Operation), DESCO

Received No: 574

Received On: 23-03-2020

Date: 23-03-2020

Office of the MD DESCO

Received No: 1401

Received On: 22/03/2020

Date: 22/03/2020

অতিরিক্ত বিল সম্পর্কিত প্রতিবেদন

- ১) দেশব্যাপি করোনা ভাইরাসরোগ(কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ মোকাবেলা এবং ব্যাপক বিস্তার প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির আওতায় গত ২৬/০৩/২০২০ইং তারিখ হতে ডেসকো'র দাপ্তরিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৫/২০২০ইং তারিখ থেকে ডেসকো'র দাপ্তরিক কার্যক্রম সীমিত পরিসরে পুনরায় শুরু হলে বিল সংক্রান্ত অনেক অভিযোগ আসতে থাকে। ডেসকো'র ১৬ টি বিওবি বিভাগে ৩০/০৬/২০২০ইং পর্যন্ত মোট ৫৬৫৭ টি অভিযোগ জমা পড়েছে যা মোট পোস্টপেইড গ্রাহকের তুলনায় ০.৭৯%। ইতোমধ্যেই সকল অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে ডেসকো'তে বর্তমানে মোট পোস্টপেইড গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৭১০,৬৬৩ জন।
- ২) অভিযোগের ধরণঃ গ্রাহকের অভিযোগসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় মোটা দাগে গ্রাহকগণ ৪(চার) ধরণের অভিযোগ করছেন। নিম্নে ধরণওয়ারী অভিযোগ সংখ্যা তুলে ধরা হলোঃ
- ক) এপ্রিল মাসের বিল বেশি।
খ) মে মাসের বিল বেশি।
গ) মে মাসের বিল নেগেটিভ।
ঘ) সারচার্জ ছাড়া বিল জমা নেওয়া।
- ৩) অভিযোগের কারণঃ
- গ্রাহকের দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ বিশ্লেষণ করে অভিযোগের প্রধান কারণগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ
- ক) ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি ও ডিমাল্ড চার্জ বৃদ্ধি।
খ) লক-ডাউনের সময় দীর্ঘ সময় বাসায় অবস্থান ও পবিত্র রমজানের কারণে এপ্রিল ও মে মাসের গ্রাহকের usage বৃদ্ধি পাওয়া।
গ) আবহাওয়াগত কারণ যথা গ্রীষ্মকালীন অস্বাভাবিক গরম থাকা।
ঘ) মার্চ মাসে আংশিক ও এপ্রিল মাসে সকল মিটার না দেখে প্রাক্কলিত বিল করা
ঙ) বাণিজ্যিক ও শিল্প স্থাপনা বন্ধ থাকায় Lock – বিল করা।
- ৪) নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এবং সরকার কর্তৃক সাধারণ ছুটি ও লক ডাউন কালীন সময়ে ডেসকো'র মোট ৭১০,৬৬৩ জন পোস্টপেইড গ্রাহকের মধ্যে ইস্যুকৃত বিলের মধ্যে ২০০% এর উর্দে মোট ইস্যুকৃত বিলের সংখ্যা ৯৭২ (নয়শত বাহাত্তর) টি। উক্ত বিলসমূহ যাচাই করে দেখা যায় নিম্নবর্ণিত কারণে বিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছেঃ
- ক) শীতকালের তুলনায় গরম কালে বিদ্যুৎ ব্যবহার বেশি হওয়ায় এবং মার্চ'২০ হতে বিদ্যুৎ বিলের নতুন ট্যারিফ প্রবর্তিত হওয়ায় বিদ্যুৎ বিল বেশি হয়েছে।

খ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এপ্রিল মাসে covid-19 মহামারিতে লকডাউনের রিডিং গ্রহণ করতে না পারায় মার্চের ইউনিটের সাথে ২০% যোগ করে এপ্রিল মাসের বিল করা হয়েছিল যা ব্যবহারের তুলনায় কম ছিল। ফলে মে মাসে রিডিং অনুযায়ী বিল করায় মে মাসে বিল বেশি হয়েছে। রিডিং অনুযায়ী বিল সঠিক আছে।

গ) কিছু কিছু বাসায় নতুন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (এসি) ব্যবহার করায় পূর্বের তুলনায় বি বেশি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় আগারগাঁও বি ও বি বিভাগের গ্রাহক জনাব মোহাম্মদ সাদু মিয়া, বাড়ি- ৩/এ, প্লট-৯, রোড-৯, কল্যাণপুর, মিরপুর ঠিকানায় নতুন এসি ব্যবহার করায় বিদ্যুৎ বিল বেশি হয়েছে (ক্রমিক নং- ৫৩৮)।

ঘ) ভবন বর্ধিত করে বর্ধিত অংশের জন্য নতুন মিটার সংযোগ না নিয়েই পূর্বের মিটার দ্বারা বিদ্যুৎ ব্যবহার করায় বিদ্যুৎ বিল বেশি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় আগারগাঁও বি ও বি বিভাগের গ্রাহক জনাব কামাল উদ্দিন, প্লট-৮, রোড-১৫, কল্যাণপুর, মিরপুর ঠিকানায় ভবনের বর্ধিত অংশে পুরাতন মিটার দিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার করায় বিদ্যুৎ বিল বেশি হয়েছে।

ঙ) স্থাপনায় ভাড়াটিয়া পরিবর্তন হওয়ায় এবং নতুন ভাড়াটিয়ার বিদ্যুৎ ব্যবহার বেশি হওয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিল বেশি হয়েছে।

চ) কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায় রিডিং ভুল গ্রহণ/এন্ট্রি করায় বিদ্যুৎ বিল বেশি হয়েছে।

২০০% এর অতিরিক্ত বিল ইস্যুকৃত বিলের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	বর্ণনা	সংখ্যা
১	ইতোমধ্যে পরিশোধিত	৫৪১
২	ইতোমধ্যে আংশিক পরিশোধিত	১২১
৩	অপরিশোধিত	১৪৫
৪	সংশোধনকৃত বিল	১৫৩
৫	ভুল রিডিং গ্রহণ/এন্ট্রি	১২
মোট		৯৭২

৫) গ্রাহক অভিযোগ নিরসনে ডেসকো'র গৃহীত পদক্ষেপঃ

ক) ডেসকো প্রতিটি বিওবি বিভাগের এক অবস্থানে সেবা কেন্দ্রে গ্রাহকের বিল সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) বিল সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য পৃথক রেজিস্টার প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে অভিযোগকারী গ্রাহকগণের নাম ঠিকানা ফোন নং এবং অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। গ্রাহকের সমস্যা সমাধানের পরে টেলিফোনের মাধ্যমে ফিডব্যাক নেওয়া হচ্ছে।

গ) গ্রাহকের বিল সংক্রান্ত কোন সমস্যা থাকলে তা প্রদানের জন্য গ্রাহকগণকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে এবং ডেসকো'র ০৪ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী'র মোবাইল নং এসএমএস এর

মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া উক্ত মোবাইল নম্বর গুলো ডেসকো ওয়েবসাইটেও প্রকাশিত হয়েছে ফলে গ্রাহকগণ খুব সহজেই তাদের অভিযোগ জানাতে পারছেন।

ঘ) গ্রাহকের বিল সংক্রান্ত কোন সমস্যা থাকলে তা প্রদানের জন্য গ্রাহকগণকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং ডেসকো'র ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে।

ঙ) মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদ সহ বিভিন্ন **Local Community** এর সাথে বিল সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়েছে। ডিওএইচএস এলাকায় মতবিনিময়ের প্রেক্ষিতে গত ২৮,২৯ ও ৩০/০৬/২০২০ তারিখে ১০ (দশ) জনের একটি টিম গঠন করে উক্ত এলাকার গ্রাহকগণের বিল যাচাই করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিল সংশোধন করা হয় এবং যে সকল বিল সঠিক আছে তা গ্রাহকগণকে বুঝিয়ে দেয়া হয়।

চ) গ্রাহকের অভিযোগ আমলে নিয়ে সিটিজেন চার্টারে উল্লেখিত সময়ের মধ্যেই সমস্যার সমাধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ছ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ্রাহকের স্থাপনায় গিয়ে রিডিং গ্রহণ করে প্রকৃত রিডিং দিয়ে বিল সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মার্চ, এপ্রিল বা এপ্রিল ও মে মাসের রিডিং গড় করে গ্রাহকের বিল সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে ফলে গ্রাহকগণ স্ম্যাব সুবিধা পেয়েছেন।

জ) কোন কোন গ্রাহকের ক্ষেত্রে স্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক মিটারের কার্যকারীতা পরীক্ষা এবং পুনরায় প্রকৃত রিডিং যাচাই করে বিল সঠিক পাওয়া যায় যা গ্রাহককে তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

ঝ) সাব-মিটারের বিল সংশোধনের ফলে আবশ্যিকভাবে মেইন মিটারের বিল সংশোধন করা হয়েছে।

৬) ১১ টি ভুল মিটার রিডিং নেওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের এপ্রিল ও মে '২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিক বেশি হয়েছিল। মিটার রিডিং ভুল দেওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট ০২ জন মিটার রিডার কে চাকুরী হতে অব্যাহতি ও ০৭ জন মিটার রিডার এবং ০১ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর সতর্ক পত্র দেওয়া হয়েছে।

গ্রাহকের বিল সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রতিবেদন

০১) পটভূমিঃ

মহামারী করোনা (Covid-19) ভাইরাসের বিস্তারের কারণে এপ্রিল '২০২০ গ্রাহকের আধিনায় সরেজমিনে গিয়ে মিটার রিডিং গ্রহণপূর্বক বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুত করা সম্ভব না হওয়ায় প্রাক্কলিত বিল করা হয়েছিল। এ কারণে কোন কোন গ্রাহকের এপ্রিল ও মে মাসের বিল কম/বেশি হয়েছে। ডেসকোসহ অন্যান্য বিতরণ সংস্থা যথা ডিপিডিসি, পিডিবি, পল্লীবিদ্যুৎ, নেসকো, এবং ওজোপাডিকো তথা সকল সংস্থার গ্রাহকগণ একই ধরনের অভিযোগ করছেন। বিষয়টি গণমাধ্যমসহ সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান গ্রাহক অসন্তোষ দূরীকরণে বিল সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ খতিয়ে দেখতে ডেসকো কর্তৃপক্ষ একটি কমিটি গঠন করেন।

০২) কমিটি গঠনঃ

গ্রাহকের অভিযোগ গুলো দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্মারক নং ২৭.২৪.০০০০.০১০.০৬.০০১.২০.৮৭; তাং-১৭ জুন ২০২০ ই. স্মারক মারফত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা হয়ঃ

- ক) প্রকৌঃ এ.কে.এম মহিউদ্দিন, প্রধান প্রকৌশলী (এসএন্ডডি অপারেশন), ইষ্ট জোন - আহবায়ক
খ) প্রকৌঃ মোঃ মফিজুল ইসলাম ভূঞা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (এসএন্ডডি অপারেশন, ওয়েস্ট জোন-১) - সদস্য
গ) প্রকৌঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (এসএন্ডডি অপারেশন, ইষ্ট জোন-১) - সদস্য
ঘ) প্রকৌঃ মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (এসএন্ডডি অপারেশন, ওয়েস্ট জোন-২) - সদস্য
ঙ) প্রকৌঃ মির্জা আবু নাছের, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (এসএন্ডডি অপারেশন, ইষ্ট জোন-২) - সদস্য

০৩) কমিটির কার্যপরিধিঃ

কমিটির সদস্যগণ বিওবি বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষাকরে গ্রাহকের অভিযোগ সমূহ দ্রুততার সাথে সমাধানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন। এছাড়া কমিটির সদস্যগণ ডেসকো'র ১৬ টি বি ও বি বিভাগে জুন'২০২০ মাসে গ্রাহক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগসমূহের তালিকা সংগ্রহ করেন এবং অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করেন। গত ২৫/০৬/২০২০ইং তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ পর্যালোচনা করে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছেন।

০৪) অভিযোগ সংখ্যা ও নিষ্পত্তির পরিমাণঃ

ডেসকো'র ১৬ টি বিওবি বিভাগের তথ্য সন্নিবেশিত করে দেখা যায় জুন পর্যন্ত সর্বমোট ৪০০০টি অভিযোগ জমা পড়েছে এবং এ সময়ের মধ্যে প্রতিটি গ্রাহক অভিযোগই নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নিম্নে বিওবি বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

টেবিল-১:

ক্রমিক নং	বিওবি বিভাগের নাম	মোট গ্রাহক সংখ্যা	পোস্টপেইড গ্রাহক সংখ্যা	অভিযোগের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	অভিযোগ দাখিলের হার(%)	নিষ্পত্তির হার (%)
০১.	গুলশান	৩৩৬৮০	৩৩৬৮০	২৩১	১৯০	০.৬৯	৮২.২৫
০২	দক্ষিণখান	৫৯৮০৫	৪৪২৯৩	২০৮	১২০	০.৪৭	৫৭.৬৯
০৩	বারিধারা	৮৪,২৩২	৪৮,৬৪৪	২৩৭	২১২	০.৪৯	৮৯.৪৫
০৪	বাজ্ডা	৫৯০২৯	৫৯০২৯	২৪৩	১৯৫	০.৪১	৮০.২৫
০৫	উত্তরা(পূর্ব)	৬৬০৭৯	৩৩০৭২	৮৯	৫৩	০.২৭	৫৯.৫৫
০৬	উত্তরখান	৬১১১৩	২৯০৮১	৮০	৬১	০.২৮	৭৬.২৫
০৭	টঙ্গী(পূর্ব)	৫৩৪৫৫	৫৩৪৫৫	৩০১	২৭৩	০.৫৬	৯০.৭০
০৮	টঙ্গী(পশ্চিম)	৫৭৫৫৪	৫৭৫১৪	৬৯	৫৮	০.১২	৮৪.০৬
	ইষ্ট জোন মোট	৪৭৪,৯৪৭	৩৫৮,৭৬৮	১৪৫৮	১১৬২	০.৪১	৭৯.৭০

০৯	আপারগাঁও	৫৫৭২৫	২৩৯৯৮	২৯৮	২৬৭	১.২৪	৮৯.৬০
১০	কাফরুল	৭২৫৬৬	৫০৯৫৭	২১০	১৬৫	০.৪১	৭৮.৫৭
১১	পল্লবী	৭৪২৭৪	৪৪৫৮০	৮৫৯	৫০৮	১.৯৩	৫৯.১৪
১২	মনিপুর	৬৩৫৭২	৪৩৫৮১	২৪৮	২২৩	০.৫৭	৮৯.৯২
১৩	জোয়ারসাহারা	৫২৬৩১	৫২৬৩১	৩১২	১৭২	০.৫৯	৫৫.১৩
১৪	বুপনগর	৬৮৮৬৪	৩৭৯৪৫	৪২৩	৩৫৮	১.১১	৮৪.৬৩
১৫	শাহ আলী	৫০১৫৯	৫০১৫৯	৫৪৮	৪৭৫	১.০৯	৮৬.৬৮
১৬	উত্তরা পশ্চিম	৮৫৫৪০	৪৮০৪৪	২১৩	১৩৪	০.৪৪	৬২.৯১
ওয়েষ্ট জোন মোট		৫২৩,৩৩১	৩৫১,৮৯৫	৩১১১	২৩০২	১.৫৯	৭৪.০০
ডেসকো সর্বমোট		৯,৯৮,২৭৮	৭১০,৬৬৩	৪,৫৬৯	৩,৪৬৪	০.৬৪	৭৫.৮২

০৫) অভিযোগের ধরণঃ

অভিযোগসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় মোটা দাগে গ্রাহকগণ ৪(চার) ধরণের অভিযোগ করছেন।

টেবিল-২:

ক্রম	অভিযোগের শিরোনাম	গ্রাহক শ্রেণী	মন্তব্য
টাইপ-১	এপ্রিল মাসে বিল বেশি হওয়া	আবাসিক / বাণিজ্যিক	মার্চ মাসের ব্যবহারের তুলনায় এপ্রিল মাসে বিল বেশি এসেছে তাই বিল সংশোধনের আবেদন।
টাইপ-২	মে'২০ মাসে বিল বেশি হওয়া	আবাসিক গ্রাহক	পূর্বতন ব্যবহারের তুলনায় মে'২০ মাসে বিল বেশি এসেছে তাই বিল সংশোধনের আবেদন।
টাইপ-৩	মে মাসে বিল মিনিমাম/নেগেটিভ হওয়া	আবাসিক / বাণিজ্যিক	এপ্রিল মাসে বিল বেশি এবং মে মাসে বিল মিনিমাম/নেগেটিভ হয়েছে বিধায় বিল সংশোধনের আবেদন।
টাইপ-৪	মেইন মিটারে বিল বেশি হওয়া	আবাসিক / বাণিজ্যিক	সাব-মিটারের সাথে মেইন মিটারেও বিল এসেছে তাই বিল সংশোধনের আবেদন।

৬) অভিযোগের কারণঃ

গ্রাহকের দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ বিশ্লেষণ করে অভিযোগের প্রধান কারণগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

- ১) ভোল্টেজ পর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি ও ডিম্যান্ড চার্জ বৃদ্ধি।
- ২) মার্চ মাসে আংশিক ও এপ্রিল মাসে সকল মিটার না দেখে প্রাক্কলিত বিল করা।
- ৩) আবহাওয়া-প্রকৃতিগত কারণ।
- ৪) লক-ডাউনের বাসায় অবস্থানের কারণে গ্রাহকের usage বৃদ্ধি পাওয়া।
- ৫) বাণিজ্যিক ও শিল্প স্থাপনা বন্ধ থাকায় Lock – বিল করা।

বিস্তারিত বিবরণঃ

কারণ-১) ট্যারিফ বৃদ্ধিঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন() কর্তৃক নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.৬৫২, তারিখঃ ২৭/০২/২০২০ইং সারিকমূলে ঢাকা ইলেকট্রিক সপ্লাই কোম্পানী(ডেসকো)লিঃ এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্য হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়। কমিশনের আদেশ মোতাবেক খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ২০২০ বিল মাস –মার্চ কার্যকর করা হয়েছে। নতুন বিদ্যুৎ মূল্যহারে সকল শ্রেণীর গ্রাহকের এনার্জি রেট সহ ডিম্যান্ড রেট/চার্জ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়ে আবাসিক গ্রাহকের মূল্য বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল-৩:

টেবিল-৪: ডিম্যান্ড চার্জ বৃদ্ধিঃ

গ্রাহক শ্রেণী এলটি- এঃ আবাসিক	খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার'২০১৭ অনুযায়ী এনার্জি রেট/ চার্জ (টাকা/ কি.ও.ঘ.)	Energy Charges	ডিম্যান্ড চার্জ	ভ্যাট	মোট বিল
লাইফ লাইনঃ ০-৫০	৩.৫০				
১ম ধাপঃ ০-৭৫	৭৫	৪.০০	৩০০.০০		৪০১৩.২৫
২য় ধাপঃ ৭৬- ২০০	১২৫	৫.৪৫	৬৮১.২৫	৫% হারে	১২৫.০০ ২০৬.৯১
৩য় ধাপঃ ২০১- ৩০০	১০০	৫.৭০	৫৭০.০০	৪০১৩.২৫+১২৫ =৪০১৩৮.২৫*০.০৫ =২০৬.৯১	
৪র্থ ধাপঃ ৩০১- ৪০০	১০০	৬.০২	৬০২.০০		
৫ম ধাপঃ ৪০১- ৬০০	২০০	৯.৩০	১৮৬০.০০		
৬ষ্ঠ ধাপঃ ৬০০ ইউনিটের উর্ধ্বে	০	১০.৭০	০.০০		
	৬০০		৪০১৩.২৫	১২৫.০০	২০৬.৯১
					৪৩৪৫.১৬

গ্রাহক শ্রেণী	মূল্যহার' ২০১৭ অনুযায়ী এনার্জি রেট/ চার্জ (টাকা/ কি.ও.ঘ.)	মূল্যহার' ২০২০ অনুযায়ী এনার্জি রেট/ চার্জ (টাকা/ কি.ও.ঘ.)	এনার্জি রে (টাকা)	মূল্যহার ' ২০১৭ অনুযায়ী ডিম্যান্ড রেট/ চার্জ (টাকা/ কি.ও./মা স.)	মূল্যহার ' ২০২০ অনুযায়ী ডিম্যান্ড রেট/ চার্জ (টাকা/ কি.ও./মা স.)	ডি মা ন্ড রেট / চার্জ বৃদ্ধি র হার (টা কা)	ডি মান্ড রেট / চার্জ বৃদ্ধি র হার (টা কা)
লাইফ লাইনঃ ০-৫০ ইউনিট	৩.৫০	৩.৭৫					
প্রথম ধাপঃ ০-৭৫ ইউনিট	৪.০০	৪.১৯					
দ্বিতীয় ধাপঃ ৭৬-২০০ ইউনিট	৫.৪৫	৫.৭২					
তৃতীয় ধাপঃ ২০১-৩০০ ইউনিট	৫.৭০	৬					
চতুর্থ ধাপঃ ৩০১-৪০০ ইউনিট	৬.০২	৬.৩৪					
পঞ্চম ধাপঃ ৪০১-৬০০ ইউনিট	৯.৩০	৯.৯৪					
ষষ্ঠ ধাপঃ ৬০০ ইউনিটের উর্ধ্বে	১০.৭০	১১.৪৬					
গ্রাহক শ্রেণী আবাসিক (সকল ধাপ)				২৫	৩০	৫	২০ %
এলটি -ই (বাণিজ্যিক ও অফিস)				৩০	৬০	৩০	১০ ০%

ভোক্তা পর্যায়ে মূল্য বৃদ্ধি কার্যকর হওয়ায় গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল বেশি হয়েছে। মে'২০ মাসে প্রকৃত রিডিং অনুযায়ী বিল করায় এপ্রিল'২০ মাসের জমাকৃত ইউনিট যোগ হয়ে মে'২০ মাসে সর্বোচ্চ স্ল্যাভে বিল হয়। আবার সর্বোচ্চ স্ল্যাভে বিদ্যুতের রেট সবচেয়ে বেশি(৭.১০%) বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে গ্রাহকের বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধি পেয়েছে (টাইপ-২ আবাসিক গ্রাহক)।

এছাড়া BERC কর্তৃক মার্চ'২০ মাস থেকে খুচরা বিদ্যুতের নতুন মূল্যহার কার্যকর হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বিগত সময়ের তুলনায় একই পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেও অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহকের বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদাহরণ-১: ধরা যাক একজন আবাসিক পোস্টপেইড গ্রাহক মাসে ৬০০ বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার-২০১৭ অনুযায়ী এই গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল আসবে ৪৩৪৫ টাকা(টেবিল-১)।

গ্রাহক শ্রেণী এলটি- এঃ আবাসিক	খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার'২০২০ অনুযায়ী এনার্জি রেট/ চার্জ (টাকা/ কি.ও.ঘ.)	Energy Charges	ডিম্যান্ড চার্জ	ভ্যাট	মোট বিল
লাইফ লাইনঃ ০-৫০	-	৩.৭৫	-	৫% হারে ৫৬২৬.৪৫	৫৬২৬.৪৫
১ম ধাপঃ ০- ৭৫	৭৫	৪.১৯	৩১৪.২৫	+১৫০ হিসেবে ০৫	১৫০.০০
২য় ধাপঃ ৭৬-২০০	১২৫	৫.৭২	৭১৫	কিলোওয়াট লোডে *১.০৫	২৮৮.৮২
৩য় ধাপঃ ২০১-৩০০	১০০	৬	৬০০	৩০*৫=১৫০ টাকা	
৪র্থ ধাপঃ ৩০১-৪০০	১০০	৬.৩৪	৬৩৪		
৫ম ধাপঃ ৪০১-৬০০	২০০	৯.৯৪	১৯৮৮		
৬ষ্ঠ ধাপঃ ৬০০ ইউনিটের উর্ধ্বে	১২০	১১.৪৬	১৩৭৫.২		

একই গ্রাহকের ২০% অতিরিক্ত ব্যবহার ধরলে মোট ইউনিট হবে ৭২০ ফলে সর্বোচ্চ স্ল্যাভে তার ১২০ ইউনিট যোগ হবে। সেক্ষেত্রে তাঁর মোট বিলের পরিমাণ নিম্নোক্তরূপে গণনা হবেঃ

	৭২০.০০		৫৬২৬.৪৫	১৫০	২৮৮.৮২২৫	৬০৬৫.২৭২৫
				পূর্বের বিল		৪৩৪৫.১৬
				অতিরিক্ত বিল		১৭২০.০০

এক্ষেত্রে এই গ্রাহকের নতুন ট্যারিফ এবং ২০% অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ১৭২০ টাকা বাড়তি ব্যয় করতে হবে যা পূর্বের খরচের ৪০% প্রায়। অর্থাৎ ২০% বিদ্যুতের কনজাম্পশন বাড়লে ট্যারিফ বৃদ্ধির ফলে বিদ্যুতের বিল বাবদ খরচ বাড়বে ৪০%।

কারণ-২) এন্টিমিট বিল করণঃ

দেশব্যাপী করোনা ভাইরাসরোগ(কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ মোকাবেলা এবং ব্যাপক বিস্তার প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির আওতায় গত ২৬/০৩/২০২০ইং তারিখ হতে ডেসকো'র দাপ্তরিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়। মহামারী করোনা (Covid-19) ভাইরাসের বিস্তাররোধে এবং ডেসকো'তে কর্মরত মিটার রিডারদের নিরাপত্তা বিষয়টি বিবেচনা করে এপ্রিল'২০ মাসে গ্রাহক স্থাপনায় গিয়ে রিডিং নেওয়া সম্ভব হয়নি। গ্রাহকের নিকট যথাসময়ে বিল পৌঁছানো এবং তা অনলাইন/ অন্যান্য মাধ্যমে পরিশোধের সুবিধার্থে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের আলোকে মার্চ'২০ মাসের ব্যবহারের ২০% বেশী ইউনিট রিডিং ফরোয়াড করে প্রাক্কলিত বিল করা হয়েছিল। এর ফলে এপ্রিল মাসে গ্রাহকের বিল বেশী হয়েছে। অফিস আদেশ সংযুক্ত(annexture-১)।

সাধারণ ছুটি ঘোষণার সাথে সাথে এক শ্রেণীর গ্রাহক যেমন শিল্প কারখানার শ্রমিক, ছাত্র, দোকান কর্মচারী – টাকা ছাড়তে শুরু করে। ফলে এদের বাসস্থান, মেস, বা ফ্ল্যাট মার্চ এর শেষ সপ্তাহ থেকেই বন্ধ ছিল। কিন্তু প্রাক্কলিত বিল করার কারণে এদের বিল বেশী হয়েছে। একই কারণে ছোট ছোট দোকান, বিপণি বিতান, অফিস, ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার বাণিজ্যিক গ্রাহকের বিল বেশী হয়েছে।(টাইপ-১)

মেইন –সাব উভয় মিটারে ২০% বাড়তি এন্টিমিট বিল করা হয়েছে কিন্তু আসলে মেইন মিটারের কমন সার্ভিস বিদ্যুৎ ব্যবহার সাধারণত একই রকম থাকে, একারণে মেইন মিটারে বিল বেশী হয়েছে।

কারণ-৩) আবহাওয়া-প্রকৃতিঃ

মার্চ মাস থেকেই বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল শুরু হয় এ সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ডেসকো'র ফেব্রুয়ারী মাসে বিক্রীত ইউনিট ৮৮৮৮ এর তুলনায় মার্চ মাসে বিক্রীত ইউনিট ৮৮৮৮ অর্থাৎ **% অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়েছে। বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি ও একই সাথে ট্যারিফ বৃদ্ধির যুগপৎ প্রভাবে গ্রাহকের বিল বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কারণ-৪) লক-ডাউনের বাসায় অবস্থানের কারণে গ্রাহকের usage বৃদ্ধি পাওয়া

এপ্রিল'২০ মাসে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির কারণে বাসাবাড়িতে বাসিন্দাগণের দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান, পবিত্র মাহে রমজান এবং গ্রীষ্মকালীন অস্বাভাবিক গরমের কারণে বাস্তবে এপ্রিল'২০ মাসের বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রাক্কলনের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। লকডাউনের এ সময়টায় সারাদেশেই ইন্টারনেট ব্যবহার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক স্কুল-কলেজ অনলাইনে ক্লাশ পরিচালনা করছে। বাসাবাড়িতে দীর্ঘসময় মোবাইল, ল্যাপটপ,ডেস্কটপ ব্যবহারের কারণেও গ্রাহকের বিদ্যুতের কনজাম্পশন বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ কারণে মে'২০ মাসে প্রকৃত রিডিং অনুযায়ী বিল করায় এপ্রিল'২০ মাসের জমাকৃত ইউনিট যোগ হয়ে মে'২০ মাসে সর্বোচ্চ স্ল্যাভে বিল হয়। আবার সর্বোচ্চ স্ল্যাভে বিদ্যুতের রেট সবচেয়ে বেশী(৭.১০%) বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে গ্রাহকের বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধি পেয়েছে (টাইপ-২ আবাসিক গ্রাহক)।

এছাড়া BERC কর্তৃক মার্চ'২০ মাস থেকে খুচরা বিদ্যুতের নতুন মূল্যহার কাঙ্ক্ষিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বিগত সময়ের তুলনায় একই পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেও অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহকের বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধি পেয়েছে।

কারণ-৫) বাণিজ্যিক ও শিল্প স্থাপনা বন্ধ থাকায় Lock – বিল করা।

দেশব্যাপি করোনা ভাইরাস(কোভিড-১৯) এর বিস্তৃতি রোধে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন বাণিজ্যিক স্থাপনা (যেমন- অফিস) ও অনেক শিল্প কারখানার উৎপাদন বন্ধ ছিল। ফলে এপ্রিল মাসে এস্টিমেট বা লক বিল করা হলে তা অতিরিক্ত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে গ্রাহক এই সময়ে মিনিমাম বিল প্রাপ্য ছিলেন। (টাইপ-১, টাইপ-২)

কারণ-৬: ৩১/৩২ দিনের বিল করণ।

৭) গ্রাহক অভিযোগ নিরসনে ডেসকো'র গৃহীত পদক্ষেপঃ

ডেসকো প্রতিটি বিওবি বিভাগের এক অবস্থানে সেবা কেন্দ্রে গ্রাহকের বিল সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রাহকের অভিযোগ আমলে নিয়ে সিটিজেন চার্টারে উল্লেখিত সময়ের মধ্যেই সমস্যার সমাধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ্রাহকের স্থাপনায় গিয়ে রিডিং গ্রহণ করে প্রকৃত রিডিং দিয়ে বিল সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে মার্চ, এপ্রিল বা এপ্রিল ও মে মাসের রিডিং গড় করে গ্রাহকের বিল সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে ফলে গ্রাহকগণ স্ল্যাব সুবিধা পেয়েছেন। কোন কোন গ্রাহকের ক্ষেত্রে স্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক মিটারের কার্যকারীতা পরীক্ষা এবং পুনরায় প্রকৃত রিডিং যাচাই করে বিল সঠিক পাওয়া যায় যা গ্রাহককে তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

ক্রম	অভিযোগের শিরোনাম	অভিযোগের কারণ	মন্তব্য
টাইপ-১	এপ্রিল মাসে বিল বেশি হওয়া	ক) ট্যারিফ ও ডিম্যান্ড চার্জ বৃদ্ধি খ) ২০% অতিরিক্ত এস্টিমেট বিল করা। গ) লকডাউনে বাসায় অবস্থান ও অত্যধিক গরমের কারণে প্রকৃত কনজাম্পশন বৃদ্ধি পাওয়া	গ্রাহকের আবেদনের আলোকে মিটারের কার্যকারীতা পরীক্ষা এবং পুনরায় রিডিং সংগ্রহ পূর্বক এপ্রিল'২০ ও মে'২০ মাসের ব্যবহৃত গড় ইউনিটের বিল ইস্যু করে গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ফলে গ্রাহক স্ল্যাব সুবিধা পেয়েছেন।
টাইপ-২	মে'২০ মাসে বিল বেশি হওয়া	ক) লকডাউনে বাসায় অবস্থান, পবিত্র মাহে রমজান ও অত্যধিক গরমের কারণে প্রকৃত কনজাম্পশন বৃদ্ধি পাওয়া খ) পুনরায় ২০% অতিরিক্ত এস্টিমেট বিল করা। গ) এপ্রিল মাসের বিলে প্রাক্কলিত ইউনিট কম ধরা হয়েছিল কিন্তু বাস্তবে গ্রাহকের usage বেশি ছিল ফলে এপ্রিল মাসের কিছু ইউনিট মে মাসের ইউনিটের সাথে যোগ হয়ে গ্রাহককে উর্ধ্ব স্ল্যাবে বিল করা হয়েছে।	গ্রাহকের আবেদনের আলোকে মিটারের কার্যকারীতা পরীক্ষা এবং পুনরায় রিডিং সংগ্রহ পূর্বক এপ্রিল'২০ ও মে'২০ মাসের ব্যবহৃত গড় ইউনিটের বিল ইস্যু করে গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ফলে গ্রাহক স্ল্যাব সুবিধা পেয়েছেন।
টাইপ-৩	মে মাসে বিল মিনিমাম/নেগেটিভ হওয়া	ক) মার্চ মাসের রিডিং এর উপর ভিত্তি করে এপ্রিল মাসে	ছাত্রদের মেসবাড়ী, দোকান-পাট, মার্কেট প্রভৃতি স্থাপনার ক্ষেত্রে

		এস্টিমেটেড বিল বা লক বিল করা হয় বাস্তবে এ সময় লকডাউনের কারণে স্থাপনা বন্ধ ছিল। মে মাসে যখন প্রকৃত রিডিং দিয়ে বিল করা হয় তখন দেখা যায় মিটারের রিডিং নেগেটিভ আছে।	এরকমটি বেশি ঘটেছে। পুনরায় রিডিং সংগ্রহ পূর্বক এপ্রিল '২০ ও মে '২০ মাসের ব্যবহৃত গড় ইউনিটের বিল ইস্যু করে গ্রাহকের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
টাইপ-৪	মেইন মিটারে বিল বেশি হওয়া	মেইন সাব উভয় মিটারে ২০% বাড়তি এস্টিমেট বিল করা হয়েছে কিন্তু আসলে মেইন মিটারের কমন সার্ভিস বিদ্যুৎ ব্যবহার সাধারণত একই রকম থাকে, একারণে মেইন মিটারে বিল বেশি হয়েছে। মেইন মিটারে ২০% অতিরিক্ত বিল না করলে এই অভিযোগটি এড়ানো যেতো।	সাব-মিটারের বিল সংশোধনের ফলে আবশ্যিকভাবে মেইন মিটারের বিল সংশোধন করা হয়েছে।

০৫) পর্যবেক্ষণঃ

- ক) ডেসকো'তে ৭১০,৬৬৩ জন পোস্টপেইড গ্রাহকের মধ্যে অভিযোগ দিয়েছেন ৪,৫৬৯ জন গ্রাহক যা পোস্টপেইড গ্রাহকসংখ্যার তুলনায় মাত্র ০.৬৪% এবং যা'র প্রায় সকল অভিযোগই ইতোমধ্যেই নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
- খ) লক্ষণীয় যে একই সময়ে প্রি-পেইড মিটারে ভোল্টেজ এর পরিমাণ বেড়েছে। এ থেকে আবাসিক গ্রাহকের বিদ্যুৎ usage এর পরিমাণ প্রকৃতই বৃদ্ধি পেয়েছে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
- গ) প্রতিটি বিওবি বিভাগের ১০ জন করে আবাসিক গ্রাহকের গ্রীষ্মকালীন বিদ্যুৎ ব্যবহারের তুলনা করা হয়েছে। এতে ২০১৯ সালের মার্চ থেকে জুন মাসের ২০২০ সালের মার্চ থেকে জুন মাসের বিদ্যুৎ ব্যবহারের তুলনা করা হয়েছে। এতে দেখা যায় বেশির ভাগ গ্রাহকের বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলতঃ লকডাউনের কারণে বাসায় অবস্থান ও রমজান মাসের কারণে গ্রাহকের কনজাম্পশন বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধারণা করা যায়।
- ঘ) এপ্রিল মাসের প্রাক্কলিত বিল করার সময় যে সমস্ত গ্রাহকের কনজাম্পশন মার্চ মাসের তুলনায় ৩০-৫০% বেশি হয়েছে ঐ সকল গ্রাহকের বিল সফটওয়্যারে স্পেশাল নির্দেশ দিয়ে আটকানো যেতো। গ্রাহক প্রাপ্তে বিল পৌঁছানোর পূর্বেই পুনরায় যাচাই বাছাই করে মার্চ ও এপ্রিলের জন্য গড় করা হলো অভিযোগের সংখ্যা অনেকাংশ কমে যেতো।

গত ২৫/০৬/২০২০ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় অতিরিক্ত বিল সম্পর্কিত গ্রাহকদের অভিযোগ বিবেচনায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের উপর অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন।

- ১। গত ২৫/০৬/২০২০ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় সিদ্ধান্তের আলোকে আপনার প্রতিষ্ঠান কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
- ক) ডেসকো প্রতিটি বিওবি বিভাগের এক অবস্থানে সেবা কেন্দ্রে গ্রাহকের বিল সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- খ) বিল সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য পৃথক রেজিস্টার প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে অভিযোগকারী গ্রাহকগণের নাম ঠিকানা ফোন নং এবং অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। গ্রাহকের সমস্যা সমাধানের পরে টেলিফোনের মাধ্যমে ফিডব্যাক নেওয়া হচ্ছে।
- গ) গ্রাহকের বিল সংক্রান্ত কোন সমস্যা থাকলে তা প্রদানের জন্য গ্রাহকগণকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে এবং ডেসকো'র ০৪ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী'র মোবাইল নং এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া উক্ত মোবাইল নম্বর গুলো ডেসকো ওয়েবসাইটেও প্রকাশিত হয়েছে ফলে গ্রাহকগণ খুব সহজেই তাদের অভিযোগ জানাতে পারছেন।
- ঘ) গ্রাহকের বিল সংক্রান্ত কোন সমস্যা থাকলে তা প্রদানের জন্য গ্রাহকগণকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং ডেসকো'র ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে।
- ঙ) মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদ সহ বিভিন্ন **Local Community** এর সাথে বিল সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়েছে। ডিওএইচএস এলাকায় মতবিনিময়ের প্রেক্ষিতে গত ২৮,২৯ ও ৩০/০৬/২০২০ তারিখে ১০ (দশ) জনের একটি টিম গঠন করে উক্ত এলাকার গ্রাহকগণের বিল যাচাই করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিল সংশোধন করা হয় এবং যে সকল বিল সঠিক আছে তা গ্রাহকগণকে বুঝিয়ে দেয়া হয়।
- চ) গ্রাহকের অভিযোগ আমলে নিয়ে সিটিজেন চার্টারে উল্লেখিত সময়ের মধ্যেই সমস্যার সমাধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিওবি বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- ছ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ্রাহকের স্থাপনায় গিয়ে রিডিং গ্রহণ করে প্রকৃত রিডিং দিয়ে বিল সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মার্চ, এপ্রিল বা এপ্রিল ও মে মাসের রিডিং গড় করে গ্রাহকের বিল সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে ফলে গ্রাহকগণ স্ন্যাব সুবিধা পেয়েছেন।
- জ) কোন কোন গ্রাহকের ক্ষেত্রে স্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক মিটারের কার্যকারীতা পরীক্ষা এবং পুনরায় প্রকৃত রিডিং যাচাই করে বিল সঠিক পাওয়া যায় যা গ্রাহককে তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।
- ঝ) সাব-মিটারের বিল সংশোধনের ফলে আবশ্যিকভাবে মেইন মিটারের বিল সংশোধন করা হয়েছে।
- ঞ) মোট পোস্টপেইড গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৭১০,৬৬৩ জন। গত ২৯/০৬/২০২০ইং তারিখ পর্যন্ত ডেসকোতে বিল সংক্রান্ত মোট অভিযোগ জমা পড়েছে ৪৪১৯ টি যা ডেসকো'র মোট পোস্টপেইড গ্রাহক সংখ্যার তুলনায় মাত্র ০.৬২ %। প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ তদন্ত করে বেশির ভাগ বিল সামঞ্জস্যপূর্ণ পাওয়া যায় ফলে তাদের বিল সমন্বয় করার প্রয়োজন হয়নি। অবশিষ্ট অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২। গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ বিল পর্যালোচনান্তে প্রাপ্ত Feedback কেমন।

(ক) মার্চ-মে ২০২০ পর্যন্ত কতজন গ্রাহককে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল করা হয়েছিল (সংখ্যা ও % হারে)।

মোট ১৩৭৪০৩জন গ্রাহককে অতিরিক্ত বিল করা হয়েছিল, মোট গ্রাহক সংখ্যার তুলনায় শতকরা হিসেবে ১৩%।

(খ) অতিরিক্ত বিলের সংখ্যার বিভাজনঃ

১৫০% এর নিম্নে	১৫০%-২০০%	২০০%-৩০০%	৩০০% বা তদুর্ধ্ব
১৩৪৯৮৭	১৪৪৪	৯৩০	৪২

৩। এ পর্যন্ত অতিরিক্ত বিল সমন্বয়ের তথ্যঃ

প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	সমন্বয়কৃত বিল সংখ্যা	মোট অতিরিক্ত বিল (টাকা)	সমন্বয়কৃত বিল (টাকা)	মোট আদায়কৃত বিল (%)
৪৪১৯	৬৪৮৩	৪৪,২১,৪৪৭	৪৪,২১,৪৪৭	৬২%

৪। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/মতামত:

কোয়ারান্টাইন পিরিয়ডে বিদ্যুৎ বিল বেশি আসার প্রধান কারণ সমূহ নিম্নরূপঃ

কারণ-১) ট্যারিফ বৃদ্ধিঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন() কর্তৃক নং-২৮.০১.০০০০.০১২.০৪.০০৩.২০.৬৫২, তারিখঃ ২৭/০২/২০২০ইং স্মারকমূলে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী(ডেসকো)লিঃ এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্য হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়। কমিশনের আদেশ মোতাবেক খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ২০২০ বিল মাস-মার্চ'২০ হতে কার্যকর করা হয়েছে। ভোক্তা পর্যায়ে মূল্য বৃদ্ধি কার্যকর হওয়ায় গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল বেশি হয়েছে। বিগত সময়ের তুলনায় একই পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেও গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল বাবদ (৭-৮)% খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কারণ-২) এন্টিমেট বিল করণঃ

দেশব্যাপি করোনা ভাইরাসরোগ(কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ মোকাবেলা এবং ব্যাপক বিস্তার প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির আওতায় গত ২৬/০৩/২০২০ইং তারিখ হতে ডেসকো'র দাপ্তরিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়। মহামারী করোনা (Covid-19) ভাইরাসের বিস্তাররোধে এবং ডেসকো'তে কর্মরত মিটার রিডারদের নিরাপত্তা বিষয়টি বিবেচনা করে এপ্রিল'২০ মাসে গ্রাহক স্থাপনায় গিয়ে রিডিং নেওয়া সম্ভব হয়নি বিধায় প্রাক্কলিত বিল করা হয়েছিল। এর ফলে কিছু গ্রাহকের বিল বেশি হয়েছে।

সাধারণ ছুটি ঘোষণার সাথে সাথে এক শ্রেণীর গ্রাহক যেমন শিল্প কারখানার শ্রমিক, ছাত্র, দোকান কর্মচারী -ঢাকা ছাড়তে শুরু করে। ফলে এদের বাসস্থান, মেস, বা ফ্ল্যাট মার্চ এর শেষ সপ্তাহ থেকেই বন্ধ ছিল। কিন্তু প্রাক্কলিত বিল করার কারণে এদের বিল বেশি হয়েছে। একই কারণে ছোট ছোট দোকান, বিপণি বিতান, অফিস, ক্ষুদ্র শিল্প কারখানার বাণিজ্যিক গ্রাহকের বিল বেশি হয়েছে। কিছু কিছু গ্রাহকের এপ্রিল মাসের বিল প্রকৃত ব্যবহারের চেয়ে কম ছিল ফলে মে'২০ মাসে প্রকৃত রিডিং অনুযায়ী বিল করায় এপ্রিল'২০ মাসের জমাকৃত ইউনিট যোগ হয়ে মে'২০ মাসে সর্বোচ্চ মূল্যে বিল হয়। আবার সর্বোচ্চ মূল্যে বিদ্যুতের রেট সবচেয়ে বেশি(৭.১০%) বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে গ্রাহকের বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধি পেয়েছে।

কারণ-৩) আবহাওয়া-প্রকৃতিঃ

মার্চ মাস থেকেই বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল শুরু হয় এ সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

কারণ-৪) লক-ডাউনের বাসায় অবস্থানের কারণে গ্রাহকের usage বৃদ্ধি পাওয়া

২৫ মার্চ থেকে ৩০ শে মে পর্যন্ত মাসে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির কারণে বাসাবাড়িতে বাসিন্দাগণের দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান, পবিত্র মাহে রমজান এবং গ্রীষ্মকালীন অস্বাভাবিক গরমের কারণে গ্রাহকের বিদ্যুতের কনজাম্পশন বৃদ্ধি পেয়েছে। লকডাউনের এ সময়টায় সারাদেশেই ইন্টারনেট ব্যবহার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক স্কুল-কলেজ অনলাইনে ক্লাশ পরিচালনা করছে। বাসাবাড়িতে দীর্ঘসময় মোবাইল, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ ব্যবহারের কারণেও গ্রাহকের বিদ্যুতের কনজাম্পশন বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্মারক নং: ১৮.০০০০.০১০.৩১.০০১.২০-৮-৬

তারিখ: ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৪ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

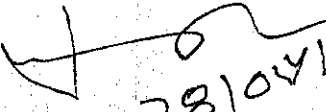
অফিস আদেশ

বিষয়: মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের বিদ্যুৎ বিলের গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মহামারী করোনার (Covid-19) বিস্তারের কারণে অনেক গ্রাহকের সেরেজমিনে গিয়ে মিটার রিডিং গ্রহণপূর্বক বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুত করা সম্ভব না হওয়ায় এপ্রিল ও মে মাসে প্রাক্কলিত বিল করা হয়েছিল। এ কারণে কোন কোন গ্রাহকের এপ্রিল ও মে মাসের বিল কম/বেশি হয়েছে ফলে প্রতিনিয়ত গ্রাহকের নিকট থেকে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এতে ডেসকো'র ডাবমুক্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

এমতাবস্থায় গ্রাহক অসন্তোষ দূরীকরণের লক্ষ্যে নিয়োক্ত নির্দেশনা জারী করা হলোঃ

- ১) গ্রাহকের বিল সংক্রান্ত সকল অভিযোগ জুন মাসের মধ্যেই সমাধান করতে হবে।
- ২) প্রয়োজন হলে মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের বিল অথবা এপ্রিল ও মে মাসের বিল গড় করে প্রকৃত রিডিং এর ভিত্তিতে মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের সংশোধিত বিল প্রস্তুত করতে হবে।
- ৩) শতভাগ মিটার রিডিং দেখে জুন মাসের বিল প্রস্তুত নিশ্চিত করতে হবে।
- ৪) জুন মাসের বিল প্রস্তুতে অস্বাভাবিক বিল/রিডিং পরিলক্ষিত হলে বিল গ্রাহকপ্রাপ্তে বিতরণ না করে পুনরায় রিডিং গ্রহণ করে বিল জারি করতে হবে।
- ৫) বিওবি বিভাগে বিল সংক্রান্ত আনিত অভিযোগ সমূহ আলাদা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং মাস শেষে প্রতিবেদন স্ব-জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী'র মাধ্যমে প্রধান প্রকৌশলী'র বাবর প্রেরণ করতে হবে।


১৪/০৬/২০২০

(প্রকৌঃ এ কে এম মহিউদ্দিন)

প্রধান প্রকৌশলী, এসএন্ড ডি অপারেশন(ইস্ট জোন)।

ও

নির্বাহী পরিচালক(অপারেশন), অতিরিক্ত দায়িত্ব

বিতরণঃ

- ১। নির্বাহী প্রকৌশলী সকল বিওবি বিভাগ

অনুলিপিঃ

- ১। মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেসকো।
- ২। নির্বাহী পরিচালক(অর্থ ও হিসাব)
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী, এসএন্ড ডি অপারেশন(ইস্ট জোন/ওয়েস্ট জোন)
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এসএন্ড ডি অপারেশন(ইস্ট জোন-১/ইস্ট জোন-২/ওয়েস্ট জোন-১/ওয়েস্ট জোন-২)
- ৫। অফিস কপি।



স্মারক নং-২৭.২৪.০০০০.০১০.০৬.০০১.২০- ৮৭

তারিখঃ ৩ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৭ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

অফিস আদেশ

বিষয়ঃ গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষে কমিটি গঠন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মহামারী করোনার (Covid-19) বিস্তারের কারণে অনেক গ্রাহকের আঙিনায় সরেজমিনে গিয়ে মিটার রিডিং গ্রহণপূর্বক বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুত করা সম্ভব না হওয়ায় এপ্রিল মাসে প্রাক্কলিত বিল করা হয়েছিল। এ কারণে কোন কোন গ্রাহকের এপ্রিল ও মে মাসের বিল কম/বেশি হয়েছে ফলে প্রতিনিয়ত গ্রাহকের নিকট থেকে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এতে ডেসকো'র ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

২) এমতাবস্থায়, গ্রাহকের অভিযোগ গুলো দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষে নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা হলো।

- | | |
|--|-----------|
| ক) প্রকৌঃ এ.কে.এম মহিউদ্দিন, প্রধান প্রকৌশলী (এসএন্ডডি অপারেশন), ইস্ট জোন | - আহবায়ক |
| খ) মোঃ মফিজুল ইসলাম ভূঞা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (এসএন্ডডি অপারেশন, ওয়েস্ট জোন-১) | - সদস্য |
| গ) মোঃ শরিফুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (এসএন্ডডি অপারেশন, ইস্ট জোন-১) | - সদস্য |
| ঘ) মোঃ মুত্তাফিজুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (এসএন্ডডি অপারেশন, ওয়েস্ট জোন-২) | - সদস্য |
| ঙ) মির্জা আবু নাছের, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (এসএন্ডডি অপারেশন, ইস্ট জোন-২) | - সদস্য |

কমিটির সদস্যগণ ৩০ জুন'২০২০ ইং এর মধ্যে গ্রাহকের বিল সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষে সার্বক্ষণিক বিওবি বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবেন এবং প্রতি সপ্তাহান্তে গ্রাহক অভিযোগসমূহ কম্পাইল করে নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) মহোদয় বরাবর প্রেরণ করবেন।

(প্রকৌঃ এ.কে.এম মহিউদ্দিন)

প্রধান প্রকৌশলী (এসএন্ডডি অপারেশন), ইস্ট জোন

ও

নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন), অতিরিক্ত দায়িত্ব

বিতরণঃ

- ১) প্রধান প্রকৌশলী (এসএন্ডডি অপারেশন), ইস্ট জোন/ওয়েস্ট জোন
- ২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (এসএন্ডডি অপারেশন, ইস্ট জোন-১/ইস্ট জোন-২/ওয়েস্ট জোন-১/ওয়েস্ট জোন-২)

অনুলিপিঃ

- ১) মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেসকো।
- ২) নির্বাহী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
- ৩) অফিস কপি।